কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জীবানন্দ চক্রবর্ত্তী এবং আমার বাল্য-গুরু শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন সাধু মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

বালী
আচার্য্য পাড়া লেন
৬ই আশ্বিন সন ১৩১৬ } শ্রীপ্রসাদচন্দ্র ঘোষ।

বিজ্ঞাপন।

রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাঁহারা কেহ যদি এই পুস্তকখানি অভিনয় করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমার অনুমতি লইবেন।

বালী
৬ই আশ্বিন, সন ১৩১৬ সাল। } শ্রীপ্রসাদচন্দ্র ঘোষ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

পৃথ্বীরাজ	...	দিল্লি ও আজমীরের রাজা।
অভয়রায়	...	ঐ মন্ত্রী।
গোবিন্দসিংহ	..	ঐ সেনাপতি
সমরসিংহ	...	চিতোরের রাণা ও পৃথ্বীরাজের সখা।
কল্যাণসিংহ	..	ঐ অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ও পৃথ্বীরাজের ভাগিনেয়।
জয়চাঁদ	..	কণৌজের রাজা।
বীরসিংহ	..	ঐ মন্ত্রী।
তেজসিংহ	...	ঐ সেনাপতি
সদানন্দ	...	ঐ আশ্রিত ব্রাহ্মণ।
মহম্মদঘোরী	...	যবন স্থলতান।
কুতবউদ্দিন	...	ঐ সেনাপতি।

কালপুরুষ, গুপ্তচর, সৈন্যগণ, নিমন্ত্রিত রাজগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

পৃথ্বা	...	সমরসিংহের স্ত্রী ও পৃথ্বীরাজের ভগ্নী।
সংযুক্তা	...	জয়চাঁদের কন্যা ও পৃথ্বীরাজের স্ত্রী
রাণীসুন্দরী	...	ঐ স্ত্রী
কর্ম্মদেবী	...	সমরসিংহের স্ত্রী।

রাজলক্ষ্মী, সদানন্দের স্ত্রী, সখীগণ ইত্যাদি।
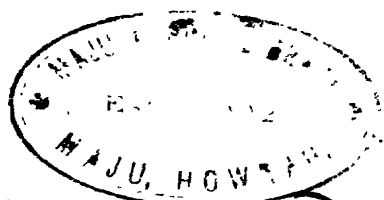
ভারতের শেষবীর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তোরণ।

পৃথ্বীরাজ। স্বাধীনতা!
স্বাধীনতা জীবন আমার—
স্বাধীনতা মিশ্রিত আমিত্ব।
মাগো ভারত-জননি!
ভুলোনাকো অধম সন্তানে;
করুণার কণাদানে
রেখো রেখো মাগো,
ভারতের হিন্দু-স্বাধীনতা!
মহম্মদ যবন অধম!—
বড় সাধ ভারত গ্রাসিতে!
বড় আশা থানেশ্বর বিনাশিতে!
বড় লুব্ধ লুটিবারে,
ভারতের রতন-ভাণ্ডার!

উপযুক্ত প্রতিফল তুমি
পাইতেছ বার বার সম্মুখ-সমরে,
তবু লজ্জা নাই হৃদয়ে তোমার ?
ভেবেছিনু মনে
প্রাণ ভিক্ষা দিব না এবার
মিথ্যাবাদী ঘৃণিত যবনে,
কিন্তু যবে ঘোরী
দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ
মার্জ্জনা মাগিল মোর ঠাঁই,
হিন্দু হ'য়ে, বীর হ'য়ে,
কোন্ প্রাণে পশুবৎ হত্যা করি তারে ?
তাই আমি করিনু মার্জ্জনা।
সাবধান সাবধান তুর্কি !
বুদ্ধিদোষে সন্ধি-ভঙ্গ করি
পুনঃ যদি হও অগ্রসর,
স্থির জেনো,
প্রাণ ভিক্ষা না পাইবে আর।

(ছদ্মবেশে কালপুরুষের প্রবেশ।)

কে তুমি সন্ন্যাসী
গৈরিক বসন-ধারী ?
প্রণমি চরণে তোমার।

(প্রণাম করণ)

কেরে তুই ?
দেরে ভক্ষ্য— ক্ষুধাতুর আমি।

পৃথ্বীরাজ। কিবা ভক্ষ্য বাঞ্ছ, প্রভু?
অনুমতি কর দাসে।

ছদ্মবেশী। ওহোঃ!
সহেনারে জঠর-যন্ত্রণা!
বদ্ধ হও অঙ্গীকারে;
প্রয়োজন মত
আশা মোর করিবে পূরণ।

(অন্তরীক্ষে গীত।)

খাম্বাজ মিশ্র—কাওয়ালী।

ভুলোনা ভুলোনা চাতুরী ছলে ভুলোনা।
মায়াছলে ভুলে ওরে শপথ ক'রো না।
মিটাতে নারিবে এরে—জগত উদরে—
জ্বলেরে দ্বিগুণ ক্ষুধা তবুরে মিটে না।
যায় যথা এ জন, হয় তথা বিনাশন,
ও ভীম—ভীম ক্ষুধা কিছুতে তো যায় না

ছদ্মবেশী। আর না রহিতে পারি,
বদ্ধ হও অঙ্গীকারে;
নহে অতিথি বিমুখ হবে।

পৃথ্বীরাজ। ক্ষান্ত হও দ্বিজোত্তম!
স্পর্শি শাণিত কৃপাণ
করিলাম অঙ্গীকার
পুরাইব বাসনা তোমার।
কেহ বাদী হয়,
নিস্তার নাহিক তার।

ছদ্মবেশী। এইবার মনোবাঞ্ছা মম
হইবে পূরণ!
এইবার উড়াব পতাকা
গাব মহানন্দে
"মরণের জয়" বলি।
অনুষ্ঠিবে জয়চাঁদ
"রাজসূয় মহাযাগ"
আমার কুহকে পড়ি;
স্বয়ম্বরা হবে নন্দিনী তাহার,
সেইখানে উদয়ের
সূত্রপাত মোর,
সেইখানে দেখাব প্রতাপ।
(প্রকাশ্যে) শুন বীরবর!
কিছুদিন অপেক্ষ হে তুমি;
লইয়াছি দান তব
সময়ে ভক্ষিব আমি;
কিন্তু বদ্ধ থাক সত্যপাশে।
(অন্তর্দ্ধান)

পৃথ্বীরাজ। একি! অকস্মাৎ কোথায় লুকালে!
এত ক্ষুধা কোথা গেল তব?
ভীষণ জঠরানল নিবিল বা কিসে?
কে ব্রাহ্মণ মায়ারূপী
মায়া অবতার?
করিয়া আবদ্ধ সত্যপাশে

গেলেছে কোথায় ?
ওহো বুঝিয়াছি
নিশ্চয় নিশ্চয় মায়াবী তুমি।
কর সত্যপাশে বিমুক্ত আমায়
নতুবা যে হও তুমি.
কায়া কিম্বা ছায়ারূপধারী
মানিব না কারো উপরোধ।
মায়াবী ব্রাহ্মণ !
কোথায় লুকাবে ?
কোথায় পালাবে ?
অন্বেষিয়া সমস্ত মেদিনী
দেখা কি পাবনা তব ?
যাই যাই,
কোথা গেল মায়াবী ব্রাহ্মণ ?

(পৃথ্বীরাজের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

পৃথ্বীরাজ। কোথা গেল মায়াবী ব্রাহ্মণ ?
সত্যপাশে বন্দী করি মোরে
অন্তর্হিত হইল কোথায় ?

(ছদ্মবেশী কালপুরুষের পুনঃ প্রবেশ)

(ছদ্মবেশী বিকট হাস্যে)
শ্মশান ! শ্মশান ! শ্মশান !

পৃথ্বীরাজ। শ্মশান!
সত্য হৃদয় আমার
হয়েছে শ্মশান!
যেন কিবা হারায়েছি আমি।

(ছদ্মবেশী বিকট হাস্যে)
ভারত শ্মশান! ভারত শ্মশান! ভারত শ্মশান

পৃথ্বীরাজ। কি উপহাস্য আমি তব!
ভারত শ্মশান!
জান না জান না তুমি
ভারত মাতার পুত্র
স্বাধীনতা মুকুট ধরিয়া
"পৃথ্বীরাজ জীবিত এখনো"!
কে তুমি মায়াবী?
কি কারণে কহিতেছ
ভারত শ্মশান?

ছদ্মবেশী। আর্য্যের পতন! আর্য্যের পতন!
আর্য্যের পতন!

পৃথ্বীরাজ। পুনঃ পুনঃ রে দুর্ম্মতি
কহ "আর্য্যের পতন"?
রক্ষিব রক্ষিব আমি আর্য্যের গৌরব;
দেখি কার সাধ্য
অসিচ্যুত কর রে আমায়।
আরে রে দুর্ম্মতি
প্রতিফল কর রে গ্রহণ।

(প্রহারোদ্যত হওন ও কালের অন্তর্দ্ধান)

বিভীষিকা! বিভীষিকা!
নারিনু বুঝিতে কিছু--
স্বপ্নসম হেরি সব।
কে এই মায়াবী!
"ভারত শ্মশান" বলি
হ'ল অন্তর্দ্ধান।

(নেপথ্যে) ভারত শ্মশান! ভারত শ্মশান! ভারত শ্মশান

পৃথ্বীরাজ। হয় হোক,
কি ভয় দেখাও মোরে
নহি কাপুরুষ আমি!
সার মোর
"জন্মভূমি ভারত জননী"।
দেখি সে ভারতে
কে করে শ্মশান!
কহি বার বার—
ভীষণ হুঙ্কারে—বিকট চীৎকারে
না হবে কম্পিত কভু
পৃথ্বীরাজ—হৃদি।

(কিয়ৎক্ষণান্তর)

একি! অকস্মাৎ ঘোর নিশা
হইল কেমনে!
অন্ধকারময় কেন
হেরি চারিদিক!

মর্ম্ম কিছু বুঝিতে না পারি
হ'ল আরও ভীষণ আঁধার.
আঁধার জীবন মম!
এ আঁধারে মিশেছে
সে মায়াবী কোথায়!
জীবনের কিবা যেন
করিয়া হরণ মায়াবী ব্রাহ্মণ
লুকাল এ তমো মাঝে।
ওই দিকে বুঝি সে পিশাচ!
নাহি রক্ষা আজ
পৃথ্বীরাজ-করে তব।
(ইতস্ততঃ ধাবমান)
একি! যে দিকেতে যাই
পথ নাহি পাই!
চারিদিক হেরি অন্ধকার
কোথা আইলাম আমি!
একি শ্মশান!
শ্মশানে এসেছি আমি!
যে শ্মশানে ভবলীলা
শেষ হ'য়ে যায়।
ওকি!
হাসে অট্ট অট্ট হাসি
গায় ভীষণ সঙ্গীত!

(সহসা পিশাচীগণের আবির্ভাব ও গীত)

ভৈরবী মিশ্র—দাদ্‌রা।

লোলুপ লোলুপ লোলুপ রসনা—
মাখ না চিতার ছাই, গাঁথ লো মালা আয় লো ভাই
কুড়িয়ে মড়ার মাথা, জড় ক'রে রাখ না হেথা
থামিস্ কেন ঢাল্‌না গলে রক্তপানা।
হাঁ হা হা হি হি হি, মনের মতন পেয়েছি,
রক্তে ডুব্‌লো ধরাখানি ওলো ধেয়ে চল না।
চললো ভাই যাইলো ভেসে, রক্ত পিয়ে হেসে হেসে,
নেলো তুলে কোষাকোষা ডুবে ডুবে চলনা।

পৃথ্বীরাজ। যারে সবে চলে
ভারতে নাহিক স্থান,
ওকি! ভারত মাতার বক্ষে
বহিছে শোণিত স্রোত!
না না, সহেনা সহেনা,
কি সাহসে, কাহার সাহসে
নাচিছ উন্মত্ত প্রায়?
গায়িছ ভীষণ গান?
[illegible]রিছ শ্মশান মায়ের হৃদয়?
যাও [illegible]লে ত্বরা,
নহে নাহিক নিস্তার।

[আঘাতোদ্যত হওন ও পিশাচী-
গণের অন্তর্ধান]

কি আশ্চর্য্য!

বিভীষিকা, বিভীষিকাময়
হেরি চারিদিক।

(নেপথ্যে) যাও বৎস,
নিজ গৃহে করহ গমন।

পৃথ্বীরাজ। সত্যই কি নিজ রাজ্যে আমি!
উন্মাদ উন্মাদ সব—
উন্মাদ জগত;
না পারি বুঝিতে কিছু
এ যে কার খেলা।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কর্ণৌজের মন্ত্রণা সভা।

জয়চাঁদ ও বীরসিংহ।

জয়চাঁদ। হায়!
জনমিয়া পবিত্র রাঠোর-কুলে
নারিলাম রক্ষিতে গৌরব।
এ স্বার্থময় ভীষণ সংসারে
ভেসে যায় ন্যায়ের সম্মান
নহিলে কি কভু পায়

পৃথ্বী দিল্লী সিংহাসন ?
মহারাজ অনঙ্গপাল
মাতামহ উভয়ের,
আমারে বঞ্চিয়ে
পৃথ্বীরাজে বসালেন দিল্লী সিংহাসনে।
কি গুণেতে লভে পৃথ্বী
দিল্লী সিংহাসন ?
আর কি দোষে বঞ্চিত আমি ?
উঃ আজও সেই অপমান
সদা জাগে হৃদে মোর ;
যদি সে গর্ব্ব না পারি খর্ব্বিতে,
যদি উন্নত মস্তক তার
নাহি পারি করিবারে ভূমিতলে নত,
নহে জয়চাঁদ নাম মম।
করি রাজসূয় মহাযাগ
পাণ্ডবতনয় সম,
চৌহানের গর্ব্ব চূর্ণ
করিব এবার ;
দেখি,
দেয় কিনা মোরে উচ্চাসন।
(প্রকাশ্যে) মন্ত্রি! করেছি মনন
মহাভাগ পাণ্ডবতনয় সম
রাজসূয় মহাযাগ করি
হব পূজনীয়,—

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হব এ ধরণীতলে।
কিবা মত তব মন্ত্রিবর!

বীরসিংহ। মহারাজ!
রাজস্থয় মহাযাগে
অনর্থ ঘটিবে বহু—
শোণিতের স্রোতে, ভাসিবে ভারত.
ক্ষত্রকুল হইবে নির্ম্মূল।

জয়চাঁদ। মন্ত্রি! কারে ভয় মোর?
কে রোধিবে রাঠোরের
প্রচণ্ড বিক্রম?
দেখ চেয়ে আর্য্যাবর্ত্ত পানে
বিজয় বিজয় শব্দে উড়িতেছে,
পত পত রাঠোরের বিজয় পতাকা।
হেন জন কেবা আছে
মম অধিকারে দিবে হাত?
প্রাণের মমতা কি নাহিক তাহার
স্ব-ইচ্ছায়
কেবা প্রাণ আসিবে হারাতে?

বীরসিংহ। মহারাজ!
অন্য রাজগণে নাহি করি ডর।
কিন্তু চৌহান আদিত্য পৃথ্বীরাজে
আর মহারাণা সমরসিংহেরে
করি শুধু ভয়।
জগত স্তম্ভিত রাজা বীরত্বে এঁদের।

জয়চাঁদ। যদি থাকিত প্রকৃত বীরত্বের আদর
এ হতভাগা ভারত মাঝারে,
তা হ'লে কহিত কি নরে
"মহাবীর পৃথ্বীরাজ" ?
(প্রকাশ্যে) মন্ত্রি ! সেই ঘৃণিত চৌহানে
আর সমরসিংহেরে,
ভাব তুমি মহাবীর বলি ?
কিন্তু ভাবি আমি তৃণসম।
কর যাহা বলি আমি।
বীরসিংহ। ক্ষান্ত হও মহারাজ !
কাজ নাই রাজসূয় যাগে।
কহ মহারাজ
উচ্চাসন পাবে কভু তুমি
থাকিতে চৌহান আদিত্য পৃথ্বীরাজ ?
কভু দিবে কি আসন
অন্য রাজগণ পৃথ্বীরাজ সনে ?
স্থির চিত্তে ভেবে দেখ তুমি,
দিল্লীশ্বর চৌহান আদিত্য
আর চিতোরের রাণা
ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী তব।
থাকিতে এ দুই মার্ত্তণ্ড
কভু কি শ্রেষ্ঠাসন দিবে
অন্য রাজগণ ?
মহারাজ !

সেবকের নাহি লহ দোষ—
পুনঃ কহি,
কাজ নাহি রাজসূয় যাগে ;
মিছামিছি ঘটিবেক
শত্রুতা বিষম।

জয়চাঁদ। ক্ষান্ত হও মন্ত্রিবর!
নাহি যাচি অভিমত তব।
শত্রু তারা
শুনিতে না চাহি শত্রুর প্রশংসা।
রাজাদেশ করহ পালন,
পরিণাম না হবে ভাবিতে।
শুন তার পর,
রাজসূয় মহাযাগ সনে,
প্রাণাধিকা কন্যা মম
হবে স্বয়ম্বরা।

বীরসিংহ। মহারাজ! কর স্বয়ম্বরা,
কিন্তু কাজ নাই রাজসূয় যাগে।

জয়চাঁদ। ধিক মন্ত্রি ধিক তোমা,
এত কি সাহসহীন তোমার হৃদয়!
কেন হে জন্মিলে তবে,
নিষ্কলঙ্ক রাঠোরের কুলে কালি দিতে?
রাজাদেশ করহ পালন ;
লিখ নিমন্ত্রণ পত্র
শত্রু মিত্র নাহি ভেদি,

যত রাজগণে
লিখ তার সনে
প্রাণাধিকা কন্যা মম
হবে স্বয়ম্বরা,
যারে ইচ্ছা করিবেক
বরমাল্য দান।

বীরসিংহ। মহারাজ! পিতৃবন্ধু আমি তব,
করি মানা—

জয়চাঁদ। সুনিপুণ শিল্পকার আনি
সুবৃহৎ সভা এক করহ নির্ম্মাণ,
দেবপুরী সম।
যাও, দেহ গে বারতা
সেনাপতি, সভাসদগণে;
নগরে নগরে করহ ঘোষণা,
রাজসূয়ে ব্রতী হবে রাণা জয়চাঁদ।

বীরসিংহ। (স্বগতঃ) প্রাক্তনের ফলাফল
কে রোধিতে পারে?

(একদিক দিয়া বীরসিংহের প্রস্থান ও
অন্যদিক দিয়া সদানন্দের প্রবেশ)

জয়চাঁদ। সদানন্দ! শুনেছ কি রাজসূয় মহাযাগের সঙ্গে আমার একমাত্র স্নেহের তনয়া স্বয়ম্বরা হবে।

সদানন্দ। আজ্ঞে! এই যে আপনার শ্রীমুখেই শুনলুম। কথায় বলে "শুভস্য শীঘ্রং", মহারাজ! যত শীঘ্র

পারেন কাজটা সমাধা করবেন, তবে দেখবেন যেন আমার গোল্লার বিষয়ে একেবারে গোল্লা না পড়ে।

জয়চাঁদ। সদানন্দ! তুমি অত খাও, তবুও তোমার ক্ষুধা মেটে না।

সদানন্দ। মহারাজ! খাওয়াই হচ্ছে আমার ইষ্টমন্ত্র। এই পেটের মধ্যে যে ক্ষুধাদেবী আছেন, তিনি কুণ্ডলি পাকিয়ে ব'সে আছেন। পেটের মধ্যে লিভার পিলে গুলো থাকলে পেট যে একটু ভার থাকবে তার যোটিও রাখি নাই। সে গুলো পর্য্যন্ত উদর স্বাহাঃ! মহারাজ! এ দুঃখু কি রাখবার জায়গা আছে!

জয়চাদ। সদানন্দ! তোমার গোল্লার বিষয় মনে থাকবে, আর সুব্রাহ্মণ বলে তোমায় কিছু স্বুবর্ণও দান করা হবে। চল এখন একবার প্রমোদ উদ্যানে যাওয়া যাক্।

সদানন্দ। মহারাজ! আপনি প্রমোদ উদ্যানে যান, আমি একবার শুভসংবাদটা বামনীকে দিইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

(সংযুক্তা মালা গাঁথিতে নিবিষ্টা।)

মালা হস্তে অমলা, কমলা, হীরা ও বিজলীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত।

বেহাগ মিশ্র -খেমটা।

গেঁথেছি মালা—বনমালা অতি যতনে।
দিব মোদের মনের মতন হৃদয়ধনে।
প্রেমে গাব, প্রেমে চাব উড়ায়ে প্রেম নিশান—
যাব ভেসে ভালবেসে প্রেমময় প্রাণ;—
প্রেমের নদী নিরবধি ব'বে উজানে।

সংযুক্তা। দেখ সখি দেখ কেমন মালা গেঁথেছি?

অমলা। শুধু মালা কি হবে ভাই, এখন প্রেমিক না হ'লে কি চলে!

হীরা। ঠিক বলেছিস্ ভাই, এমন সাধের যৌবনটা মিছা-মিছি কেটে যাচ্ছে। ফুল ফুটতে না ফুটতে মুকুলেই বিনাশ হবে দেখছি।

সংযুক্তা। ছি সখি তোরা বড় নির্লজ্জ্য, কেন আমার বিবাহ হবে না কি?

বিজলী। তার ত কোন উদ্যোগ দেখি না ভাই; আচ্ছা আমাদের সখী এত বড় হলো, কই মহারাজ ত বিবাহের কোন উদ্যোগ কচ্ছেন না!

কমলা। শুনতে পাই আমাদের মহারাজ ভারি কি একটা যজ্ঞ কর্‌বেন, আর সেই সঙ্গে আমাদের প্রিয় সখীও স্বয়ম্বরা হবে।

হীরা। স্বয়ম্বরা কি ক'রে হয় ভাই?

অমলা। তা বুঝি জানিস্ না—এই সকল রাজাদের নিমন্ত্রণ ক'রে তার মধ্যে যেটি পছন্দ হয় তার গলায় মালা দেয়।

হীরা। বলিস্ কি লো! তা হ'লে ত বেশ মজা; আমরাও তা হ'লে নিজেদের মনের মতন মানুষ খুঁজে নিতে পারবো?

আমলা। না ভাই সেটি হ'বে না। স্বয়ম্বরা কি সকলেই হ'তে পারে, কেবল রাজকন্যারাই হয়। রাজার মেয়েরা স্বয়ম্বরা হ'লেই লোকে রাজরাণী ব'লে মান্য ক'র্‌বে, আর গরীবের মেয়েরা স্বয়ম্বরা হ'লেই লোকে বেশ্যা ব'লে ঘেন্না কর্‌বে।

বিজলী। ওমা, এ রকম এক-চোকো নিয়ম কেন ভাই?

কমলা। কেন, তা আমি জানি না।

সংযুক্তা। (স্বগতঃ) ভালবাসাই জগতে অমূল্য, ভালবাসাই ঈশ্বর প্রেরিত। এ জগতে সবই নশ্বর কিন্তু পবিত্র ভালবাসাই অবিনশ্বর। এ জগতে যে ভালবাসার কথঞ্চিৎ সাধনা করিতে শিখিয়াছে, যে ভালবাসার

যজ্ঞে স্বার্থ ও আত্মদান করিতে শিখিয়াছে, সেই ধন্য, মহাধন্য।

বিজলী। ও সই কি ভাবছিস্?

সংযুক্তা। তোরা এখানে থাক ভাই, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

অমলা। ও সই ও যে পালিয়ে গেল, চল ধরিগে।

সখিগণের গীত।

মিশ্র—খেমটা।

(ও সই) প্রেমের আশা ভালবাসা চাপা ত থাকেনা।
উন্মাদিনী ভালবাসা বাধা'ত মানে না॥
রাখবে কোথায় ঢেকে তুমি—
ওই আননে আঁকা ওলো প্রেমছবি খানি।
রাখবে ভাব বুকের ভেতর কইতো পারনা॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সদানন্দের বাটীর সম্মুখ।

(সদানন্দের প্রবেশ।)

সদানন্দ। কি মহামূর্খের ন্যায়ই কাজ করেছি! পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আবার কেন তৃতীয় পক্ষে বিবাহ কল্লুম! আমার বিবাহ করবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না;

আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা কেবল জোর ক'রে এই বিবাহটা দিয়ে আমার সর্ব্বনাশটা কর্‌লেন। অবিশ্যি আমার যদি তেমন মনের জোর থাকতো তা হ'লে কখনই আমার বন্ধুদের মৌখিক কথা-গুলো শুনতাম না। বলে কিনা, মেয়ে মানুষ না হ'লে ঘর-সংসার হয় না। এ বুড় বয়সে যুবতী স্ত্রী নিয়ে যে কি সুখে ঘর-সংসার হয়, তা আমি হাড়ে হাড়ে মালুম পাচ্ছি। মাগীর সঙ্গে আমার যেরূপ ভালবাসা, তার আর তুলনা নেই কিন্তু তবুও তো খানিকক্ষণ মাগীকে চোখের আড়াল কর্‌লে প্রাণটা কেমন কেমন করে। হাজার হোক তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা, বিশেষতঃ এ বুড়ো বয়সের নকল ভালবাসার টানটা কোথায় যাবে! একবার বাম্‌নীকে ডাকি, ও মানকুমারি ও হৃদিবিলাসিনি একবার দোরটি খোল।

(সদানন্দের স্ত্রীর প্রবেশ)

ঐ স্ত্রী। এইত গেলে, এরই মধ্যে আবার এলে যে?

সদানন্দ। (স্বগতঃ) বাবা এ যে একবারে দশবাই চণ্ডী হ'য়ে এলো (প্রকাশ্যে) বলি গিন্নি দয়া ক'রে একটু নরম হ'য়ে কথা কও না।

ঐ স্ত্রী। তুমি আবার গরম পেলে কোথায়? আমার কি সাধ্যি যে তোমার সঙ্গে গরম হ'য়ে কথা বলি। আমিত তোমার চরণের দাসী।

সদানন্দ। (স্বগতঃ) নিশ্চয়ই কিছু একটা মতলব এঁটেছে, তা না হ'লে এমন জবাব কখনই দিত না। (প্রকাশ্যে) বলি গিন্নি আজ সজ্ঞানে কথা বলছো না অজ্ঞানে ?

ঐ স্ত্রী। এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছো কেন ? অন্য মাগের মতন আমি কি বুড়ো ভাতার ব'লে তোমায় তাচ্ছল্য করি, বুড়ো ভাতার ব'লে আমি কি তোমায় অযত্ন করি ? না তোমায় ঘুম পাড়িয়ে রাত্রিতে উপপতি খুঁজতে বেরুই ? তবে আমি অন্যায় সইতে পারি না, সেইজন্যেই সময়ে সময়ে তোমার কথার জবাব দিতে বাধ্য হই। ও সব কথা চুলোয় যাক্, এখন রাজবাটীর কোন নূতন সংবাদ আছে কি ?

সদানন্দ। রাজবাটীর সংবাদ কিছু ঘোরাল রকমের। বামনি শোন্ কাণ পেতে শোন্। আমাদের মহারাজ কি একটা মহাযজ্ঞ করবেন আবার সেই সঙ্গেই মেয়েটিরও স্বয়ম্বর হবে। কেমন এটা শুভসংবাদ নয় কি ?

ঐ স্ত্রী। তবে যে দেখছি বেজায় ঘটা গো; আমার কিন্তু তাহ'লে এবার সোনার গোট গড়িয়ে দিতে হবে।

সদানন্দ। আর দেখ মহারাজ আমায় সুব্রাহ্মণ ব'লে কিছু স্মুবর্ণও দান করবেন।

ঐ স্ত্রী। সত্যি ! তাহলে ত আমাদের জবর অদৃষ্ট বলতে হবে। শুধু সোণার গোট হলে ভাল দেখায় না;

আমায় একখানা ভাল বারানসী কাপড়ও কিনে দিতে হবে।

সদানন্দ। (স্বগতঃ) মেয়ে মানুষ জাতটা কি স্বার্থপর! কেবল নিজের গয়না, নিজের সুখ নিয়েই ব্যস্ত। তুমি মর আর বাঁচ, তুমি জেলেই যাও আর জাহা ন্নবেই যাও তাতে তাদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কেবল ঐ গয়নার বেলা, ক্ষতিবৃদ্ধি কেবল তাদের নিজেদের সুখের বেলায়! মেয়েমানুষ টাঁকছে কখন তুমি তার ভালবাসার স্রোতে একটু গা ভাসিয়ে দাও; তা হলেই সে তার নিজের কাজ ঠিক হাঁসিল ক'রে নেয়। (প্রকাশ্যে) বামনি রাগ করোনা, তোমরা বড়ই স্বার্থপর জাত, তোমরা সময় অসময় বোঝ না, বোঝ কেবল নিজেদের গণ্ডা।

ঐ স্ত্রী। কি বল্লে আমরা স্বার্থপর! কিন্তু তোমরা কিরূপ স্বার্থপর, কিরূপ অত্যাচারী, কিরূপ নিষ্ঠুর তাহা একবার ভেবে দেখছ কি? তোমরা নামমাত্র স্বার্থে ও নিজেরা পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও একটি বার বৎসরের বালিকাকে পুনরায় স্বচ্ছন্দে বিবাহ কত্তে পার, আর আমরা যদি বার বৎসর বয়সেও বিধবা হই, তাহলে আমাদের চিরজীবন মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করতে বাধ্য কর। যদি কোন ন্যায়বান পুরুষ আমাদের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে তোমাদের এই ভয়ানক অত্যাচার হতে মুক্তি করবার চেষ্টা

করে, তাহলে "বিধবা বিবাহ" শাস্ত্র বিরুদ্ধ ব'লে তোমরা সমস্ত ভারতবর্ষটা তোলপাড় কর। মনে মনে ভেবে দেখ, তোমরা প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্ত্তে এই সরলা অবলা জাতির উপর কি অত্যাচারই না করছো? তোমরা মুখে যতই ধর্ম্মের দোহাই দাও না কেন তোমরা মনে মনে ভাব যে আমরা পরসেবার জন্য ক্রীতদাসী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, আমাদের আবার সুখ কি, আমাদের আবার অধিকার কি? তোমরা মুখে যতই ধর্ম্মের বড়াই করনা কেন, ইহা কিন্তু স্থির জেনো যে ভারতে এখনও যে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব আছে সে কেবল আমাদেরই পুণ্যে। তোমাদের মধ্যে এমন পাষণ্ড এমন নরাধমেরও অভাব নেই যে ছলে বলে কৌশলে সরলা অবলা বালবিধবার সতীত্ব নষ্ট করে আবার ক্ষণপরেই তাহাকে সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত ক'রে আমোদ বোধ করে। কেমন আমার কথা ঠিক নয় কি?

সদানন্দ। দোহাই তোমায় বামনি আমায় আর সাক্ষী মান কেন? তোমার যা কিছু নিন্দে করবার আছে সব চট্‌পট্ ক'রে ব'লে ফেলনা সুন্দরি।

ঐ স্ত্রী। তুমি ভাবলে বুঝি নিন্দে কল্লুম, একজন গোঁড়া হিন্দু এখানে উপস্থিত থাক্‌লে জোর গলায় বলতো যে বালবিধবারা কলঙ্কিনী হউক, ভ্রূণহত্যা করুক, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করুক তাহাতে সমাজের বা

ধর্ম্মের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই কিন্তু বালবিধবার বিবাহ দিলেই সমাজ ও ধর্ম্ম একেবারে রসাতলে যাবে। তোমরা মুখে প্রায়ই ব'লে থাক যে "ব্রহ্মচর্য্যই" বিধবাদের একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে যাহাতে বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য পালনে সক্ষমা হয় সে বিষয়ে কার্য্যতঃ কোন চেষ্টা কর কি? অধিকাংশ স্থলেই কি বিধবারা তোমাদের নিকট ভারবহ বোধ হয় না? অধিকাংশ স্থলেই কি বিধবাদের জন্য তোমরা দাসীবৃত্তির ব্যবস্থা কর না? অধিক কি কোন কোন স্থলে তোমরা কি বিধবাদের মৃত্যু কামনা কর না? তাই বলি হয় ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার সুবন্দোবস্ত কর, না হয় বিধবার বিবাহ দাও। তোমরা যাহাই করনা কেন ইহা কিন্তু স্থির জেনো যে ভগবানের রাজ্যে এরূপ ঘৃণিত ও জঘন্য প্রথা চিরকাল চ'ল্‌বে না; একদিন তোমাদের ইহার ফলভোগ কর্‌তেই হবে।

সদানন্দ। একদিন কেন বামনি, এইত হাতে হাতেই ফলভোগ কল্লুম! মুখ থেকে যেমন একটু বেফাঁস কথা বেরুল তুমি অমনি সুদের সুদ তস্য সুদ পর্য্যন্ত হিসেব ক'রে দিলে। (চিবুক ধরিয়া) আর কেন মণি থাম, আমি দিব্বি গেলে বলছি যে আর কারও পারি আর না পারি, তোমার বিধবাবিবাহ যাতে হয় সে বন্দোবস্ত আমি মরবার আগে করবোই করবো।

ঐ স্ত্রী। ইস্ বড় রসিক হয়েছ যে ?

সদানন্দ। সাধে কি আর হই, পেয়দায় করায়। যাও এখন রান্নাবান্না করগে আমি একবার দাবাবোড়ে খেলে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোরের রাজ-অন্তঃপুর

সমরসিংহ।

সমর। (স্বগতঃ) হায়,

মহাভাগ যুধিষ্ঠির সম
গর্ব্বিত রাঠোর চায়
করিবারে রাজস্য় যাগ !
অধীন নহিত আমি।
দিগ্বিজয়ী নহেত সে !
নিমন্ত্রণ পত্র নহে তার
"অপমান পত্র"।

নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেছি
এবে সমুচিত শাস্তি দিব
ঘৃণিত রাঠোরে !
সাবধান অহঙ্কারি !
ভেক হ'য়ে ইচ্ছ তুমি
লভিবারে ফণী শিরোমণি !

(পৃথ্বার প্রবেশ ।)

পৃথ্বা । মহারাজ করি অনুগ্রহ
রাখিতে হইবে মম এক কথা ।
সমর । কিবা হেন কথা রাণি ?
পৃথ্বা । করুন প্রতিজ্ঞা অগ্রে ।
সমর । নির্ব্বিবাদে বল প্রিয়ে
তব মন আশা ।
পৃথ্বা । অধিনী যাচিছে বিদায়,
যাব বৃন্দাবনে, হেরিব
নারায়ণে কৃপায় তোমার ;
মহারাজ ধর্ম্মকর্ম্মে
বাধা দেওয়া উচিত কি হয় ?
সমর । প্রাণেশ্বরি কি বলিলে হায়—
হানিলিরে হৃদে বিষবান ।
কিরূপে ছাড়িয়া তোরে
ধরিবরে প্রাণ ।

পৃথ্বা। প্রাণনাথ!
জ্ঞানী তুমি, বিজ্ঞ তুমি,
কেন তবে আকুল পরাণ?

সমর। তবে যাও প্রিয়ে
সঙ্গে ল'য়ে রক্ষী সৈন্যগণে,
ইচ্ছামত লহ দাসদাসী
হেরে এস বৃন্দাবনে শ্রীমধুসূদনে।

পৃথ্বা। না দেব,
একাই যাইব আমি
যোগিনী সাজিয়ে।

সমর। পৃথ্বা পৃথ্বা প্রাণেশ্বরি
তব যোগিনীবেশ হেরিব কেমনে?
যদি একান্তই যাও প্রিয়ে
থাক এবে কিছুদিন
প্রাণভ'রে দেখে লই ও চাঁদ বয়ান।
এস এবে,
যাহা হয় বিবেচনা করিব পশ্চাতে।

[সমর সিংহের প্রস্থান।

পৃথ্বা। সংসার সংসার তুমি কি ভীষণ!
এ ভীষণ সংসারে কেহ কারু নয়
সবে স্বার্থদাস স্বার্থের মূরতি সবে,
স্বার্থ বিনা কেহ নাহি হয় অগ্রসর
স্বার্থময় মানব জীবন;

সংসার সংসার তুমি কি ভীষণ।
বিশ্বাসের ছায়া নাই হেথা
শুধু অবিশ্বাস, শুধু প্রতারণা,
প্রতারণা প্রতারণাময় মানব জীবন.
সংসার সংসার তুমি কি ভীষণ!
হেথা কাঁদে পিতা পুত্র আচরণে,
কাঁদে ভ্রাতা ভ্রাতৃ ব্যবহারে,
হেথা নাহি স্বদেশ বাৎসল্য
নাহি স্বজাতি ভক্তি, নাহি
স্বদেশের প্রতি প্রীতি,
আছে শুধু
পরনিন্দা পরচর্চ্চা আত্ম অহঙ্কার.
সংসার সংসার তুমি কি ভীষণ!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জয়চাঁদের বিশ্রামাগার

(জয়চাঁদ)

জয়চাঁদ। এত অপমান!
ঘৃণিত চৌহান

ঘৃণিত সমর
অগ্রাহ্য করিলি নিমন্ত্রণ মোর !
কিন্তু পশু তুল্য করি
তো সবারে জ্ঞান,
সেই হেতু করেছি মনন,
দ্বারী কার্য্যে রাখিয়া উভয়ে
প্রতিহিংসা করিব সাধন ।

জনৈক পরিচারিকার প্রবেশ।

পরিচারিকা। মহারাজ !
রাজ্ঞী যাচে দরশন তব ।

জয়চাঁদ। অধম অধম তোরা
যেমন অপমান করিলি বর্ব্বর
তার শোধ দিব এই দণ্ডে.
সুবর্ণ মুরতি দুই করিয়া নিৰ্ম্মাণ
দ্বারী কার্য্যে রাজ-দ্বারে রাখিব উভয়ে ;

পরিচারিকা। মহারাজ !
রাজ্ঞী যাচে চরণ দর্শন ।

জয়চাদ। প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা
জ্বলিছে হৃদয়ে—
আর না থাকিতে পারি—

[পরিচারিকার প্রস্থান

জ্বলিছে হৃদয়ে
অপমানানল—

(রাণী সুন্দরীর প্রবেশ)

মহারাজ মিনতি চরণে
অন্যমনা আজ দেখি কি কারণ ?
শুনিবে শুনিবে রাণী
দুরাত্মা চৌহান আর সে সমর
অগ্রাহ্য করেছে নিমন্ত্রণ মোর।
রাণী তিষ্ঠহ ক্ষণেক
আসিতেছি ত্বরা করি রাজসভা হ'তে।

[প্রস্থান।

হায় হায় দৈব বিড়ম্বনা
ঘটিল কপালে বুঝি মোর !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লির মন্ত্রণা সভা।

(পৃথ্বীরাজ, অভয় রায় ও গোবিন্দ সিংহ আসীন)

পৃ। কুশল কি মন্ত্রি মম রাজ্যের বারতা—
শত্রুর উৎপাত নাহিত এখানে ?
পুণ্য ভিন্ন পাপের ত নাহি অধিকার
কুশল বারতা মোর বলহ রাজ্যের।

গোবিন্দ। একি কথা বল মহারাজ !
থাকিতে গোবিন্দ শত্রুর উৎপাত !
বৃথা এ ভাবনা তব।

অভয়। মহারাজ
যা বলেছে গোবিন্দ
মিথ্যা নয় এক বর্ণ তার
শত্রু নাম নাহি তব রাজ্যের ভিতরে
প্রতিগৃহে পুণ্য আচরণ হতেছে সদাই।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

পৃথ্বীরাজ। দূত! কনৌজের কি সংবাদ?

দূত। মহারাজ!
নিদারুণ অপমান করেছে
সে দুর্বৃত্ত রাঠোর,
স্বর্ণ মুরতি তব করিয়া নির্ম্মাণ
দ্বারীরূপে দ্বারদেশে করেছে স্থাপিত।
মহারাণা সমর সিংহের মূর্ত্তি
নীচ ভৃত্যবেশে—

পৃথ্বীরাজ। আর না আর না দূত
ওরূপ ঘৃণিত বাক্য শুনা নাহি যায়
যাও তুমি নিজ কার্য্যে।

[দূতের প্রস্থান

পৃথ্বীরাজ। (সক্রোধে) হায়! হায়!
এত অপমান আজি করিল রাঠোর!
অনুষ্টিতে রাজসূয় মহাযাগ
উপযুক্ত কিসে পাপাত্মন?
ওহোঃ! ক্ষত্র হয়ে, বীর হয়ে,
ক্ষত্র অপমান সহিব কেমনে?
হা ধিক,
দুর্বৃত্ত রাঠোরে করিল অপমান!
কাপুরুষ এত কি আমরা?

বীররক্ত মোদের কি বহেনা শিরায় ?
সাবধান, সাবধান জয়চাঁদ !
জ্যেষ্ঠ বলি, জ্ঞাতি বলি
করেছি সম্মান চিরকাল
সহিয়াছি শত অত্যাচার
কিন্তু আর না সহিতে পারি
জ্বলিতেছে প্রতিহিংসানল।
সাবধান অহঙ্কারি !
সমস্ত ভারত যদি
হয় একদিকে,
নাহিক নিস্তার তোর
পৃথ্বীরাজ ক্রোধানল হ'তে।
শুন মন্ত্রি শুন সেনাপতি
আজি প্রতিজ্ঞা আমার ;
কনৌজের রাজসভা হ'তে
হরিব হরিব, নিশ্চয় হরিব
তনয়া তাহার,
আজ যজ্ঞ দিব রসাতলে।

গোবিন্দ। (সক্রোধে) ভেকে পদাঘাত করে সর্পের মস্তকে.
তুষানল হয়ে চাহে বন দহিবারে ?
মক্ষিকা হইয়া আসে
সহিবারে পর্ব্বতের ভার ?
পতঙ্গ হইয়া আসে
অগ্নি গিলিবারে ?

কেন,
রাজপুত বংশোদ্ভূত নহি কি আমরা ?

পৃথ্বীরাজ। সেনাপতি !
সুসজ্জিত কর সৈন্যগণে
না সহে বিলম্ব আর
প্রতিহিংসা জ্বলে হৃদয়েতে :

অভয়। এত অহঙ্কার,
রাঠোরের এত অহঙ্কার !
যাই হউক মহারাজ
এত ক্রোধ উচিত কি হয় ?

গোবিন্দ। ধিক মন্ত্রি ধিক তব ভীরুতায় !
এত যদি পেয়ে থাক ভয়
রাঠোরের পদধূলি মস্তকেতে
সযতনে করহ গ্রহণ।
কিন্তু মন্ত্রি প্রতিজ্ঞা আমার,
ধমনীতে রক্তস্রোত যাবত বহিবে
তাবত ধরিব অসি শত্রু প্রতিকূলে !

অভয়। সেনাপতি !
বৃথা তিরস্কার মোরে
অন্য কিছু নাহিক কারণ
মনে হয় যেন,
এক বিন্দু অগ্নি হ'তে
সমস্ত ভারত হবে ছারখার।

গোবিন্দ। কি ভয় তাহাতে ?

মরিতে ত হবে একদিন !
বৃদ্ধ হয়ে মরা চেয়ে
যৌবন বয়সে তরবারি হাতে
হুহুঙ্কার বিকট চিৎকারে
কাঁপাইয়া শত্রুদল
স্বাধীনতা সনে মরা
ভাল নয় মন্ত্রি ?
মহারাজ !
চলিলাম আমি
প্রস্তুত হইগে রাঠোর বিনাশে।

[প্রস্থান।

অভয়। ঘোর দাবানল
জ্বলিয়া উঠিল বুঝি
সমস্ত ভারতে,
কিন্তু ক্ষত্র হয়ে এত অপমান
সহিব কেমনে ?
হা ধিক !
দুর্বৃত্ত রাঠোরে করিল অপমান।

পৃথ্বীরাজ। প্রতিহিংসা ! প্রতিহিংসা !
কাপুরুষ দুরাত্মা রাঠোর,
অস্ত্রমুখে দেখা যাবে কত বীরপণা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

(সংযুক্তা আসীনা)

সংযুক্তা। সত্যই কি সেই যুবা হইবে আমার
চৌহান আদিত্য পৃথ্বীরাজ!
হায়,
স্বুবর্ণ মূরতি করিয়া নির্ম্মাণ
দ্বারী কার্য্যে রেখেছেন পিতা রাজ দ্বারে।
হায় হায়,
জেনে শুনে কেন মালা দান
করিনু তাঁহারে?
কিন্তু কেন মন ভালবাস তাঁরে?
বাড়িবে পিতার সনে দ্বিগুণ শত্রুতা
জাননা কি মন তুমি?
আহা কিবা সে মোহন রূপ হেরিনু দুয়ারে!
জিনি কোটি মদনের শোভা
ফুটিয়াছে রূপের মাধুরী,
রূপের প্রভায় যেন আলোকিত
হইয়াছে দ্বার;
কি করি, কি উপায় করি?

হে বিধাতঃ! দ্বিচারিণী যেন নাহি হয়
তনয়া তোমার।
সত্য কি হইবে মম আশা ফলবতী?
না মরুভূমে মরিচীকা সম
হবে পরিনাম?
যাই হ'ক যবে প্রাণ মন
ক'রেছি অর্পণ তাঁহার চরণে,
না লইব ফিরে আর।
কিন্তু আশা যদি সফল না হয়?
কি ভয় তাহাতে?
রাজপুত বালা জুড়াইতে জ্বালা
অনায়াসে জীবন ত্যজিতে পারে.
বাড়িবে শত্রুতা পিতৃসনে?
বাড়ুক ক্ষতি কি তাহে?

গীত।— ইমন—আড়াঠেকা।

সংযুক্তা।—এ দারুণ আশা মম কেনহে জাগায়ে দিলে!
যদি বা জাগালে বিধি! তবে কেন না বুঝিলে!
অন্তরে আছরে তুমি—
কি আর জানাব আমি—
অন্তরের সাধ এই সে যেন না পায়ে ঠেলে।
বিষাদ হৃদয় মাঝে
পাব কি হৃদয় রাজে
আশাতো দুরাশা জানি—
সে কেন হৃদয় নিলে?

গান গাহিতে গাহিতে অমলা, কমলা, হীরা প্রভৃতি সখীগণের প্রবেশ।

হাম্বির—একতালা।

সজনি ! ভেবোনালো আর,
মনের মতন হৃদয় রতন বেছে নাও তোমার।
এস এস ত্বরা হয়োনা আপন হারা,
চল চল চল
বিলম্ব না কর আর।
ধর্‌বি যদি হৃদয় চাঁদ, পাতলো রূপের ফাঁদ,
কি কাজ ভাবিয়া অনিবার।

হীরা। ও সই সয়ম্বর সভায় সকলে উপস্থিত, আর কেন বিলম্ব কচ্ছ।

বিজলী। (জনান্তিকে) আজ প্রিয় সখীর মুখ এত বিষণ্ণ কেন!

কমলা। (জনান্তিকে) বিষণ্ণ হবার কারণ ত কিছু বুঝতে পারছি না।

কমলা। (জনান্তিকে) এস আমরা ইহাকে অন্য-মনা করি।

(অন্য একজন সখীর প্রবেশ)

সখী। সখি! আজ কি জন্য তোমার মুখ এত বিষণ্ণ? মানব-জীবনে বিবাহ চির সুখের সামগ্রী। কিন্তু এ সময় তোমার মুখ এত চিন্তাকুল কেন?

সংযুক্তা। সখি! কাল রাত্রে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

সখী। ভাই! মিছামিছি কেন অমঙ্গল ডেকে আন।
এখন এস সখী সময় উপস্থিত।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

যজ্ঞস্থল।

জয়চাঁদ, তেজসিংহ, বীরসিংহ ও নিমন্ত্রিত রাজগণ আসীন

জয়চাঁদ। প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা,
ঘৃণিত চৌহান
ঘৃণিত সমর,
অবহেলে নিমন্ত্রণ মোর!
মন্ত্রি!
স্ববর্ণ মূরতি দুই করিয়া নির্ম্মাণ
দ্বারী কার্য্যে রেখেছ ত দ্বারে?

বীরসিংহ। মহারাজ
রাজাজ্ঞায় মুহূর্ত্তে সম্পন্ন সব।

জয়চাঁদ। সাগরে সাঁতার দেয়
তীরে উঠিবারে!

ভেক হ'য়ে আসে
সর্পে গিলিবারে!
পতঙ্গ হইয়া আসে
মরিবারে অনল নিকটে।
জানে নাকি সবে
রাঠোরের প্রচণ্ড বিক্রম?

তেজসিংহ। ক্রোধের সময় এবে
নহে মহারাণা।

জয়চাঁদ। (রাজগণের প্রতি) রাজন্যগণ নিবেদন মম
আজি এই রাজসূয়া মহাযাগ সনে
প্রাণাধিকা কন্যা মম হবে স্বয়ম্বরা.
যারে ইচ্ছা বরমাল্য দান
করিবেক তনয়া আমার।

(মালা হস্তে একজন সখীসহ
সংযুক্তার প্রবেশ)

হের ঐ আসিতেছে তনয়া আমার
যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী প্রায়।

সংযুক্তা। (স্বগতঃ) কি কাজ রাখিয়া আর এ ছার জীবন,
জেনে শুনে অন্য পতি ভজিব কেমনে?
একবার দিছি মালা, করিয়াছি প্রাণের ঈশ্বর
সেই দ্বারী রূপী চৌহান আদিত্যো।

সখী। হের সখী, হের এই মগধকুমারে
শৌর্য্যে বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য সম।

সংযুক্তা। (কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া স্বগতঃ)
হায়! হায়!
আকাশ কুসুম সকলি বিফল
সব সাধ বুঝি মোর হ'ল অবসান।
মৃত্যু বিনা কি উপায় আছে আর মোর!

দৈববাণী। মাভৈঃ মাভৈঃ সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট তোমার।

(অকস্মাৎ অশ্বারোহণে পৃথ্বীরাজের প্রবেশ

পৃথ্বীরাজ। হের হের জয়চাঁদ, এই হরিলাম
তনয়া তোমার।
(সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে উত্তোলন)
শুন শুন নরাধম কহি আমি গর্ব্বিত বচনে
উপযুক্ত নহ তুমি রাজসূয় যাগে।

[সংযুক্তাকে লইয়া প্রস্থান।

জয়চাঁদ। (সক্রোধে) ওহোঃ
সভা মাঝে করে অপমান
ঘৃণিত চৌহান,
এত জন থাকিতে সম্মুখে
অনায়াসে হরিল তনয়া।
সাজরে বীরেন্দ্রগণ
বীর অবতার।
জ্বালরে সমরানল ভুবন ব্যাপিয়ে
কররে দলিত পদে শত্রুর মস্তক।

ধর অসি খরসান
রাখরে বীরের নাম
বীরেন্দ্র সকল।
রাঠোর হইয়া সবে
নিশ্চিন্তে সহিছ এবে শত্রু অপমান!
ধিক্ ধিক্ রাঠোরের কুলে,
জানিলাম এতদিনে বীরশূন্যা বসুন্ধরা,
কাজ কি বিলম্বে আর
এই আমি চলিলাম
খর্ব্বিতে চৌহান গর্ব্ব।

[দ্রুত প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর রাজ অন্তঃপুর।

(পৃথ্বা ও কর্ম্মা)

পৃথ্বা। কেন কেনলো ভগিনী
হওলো কাতর।
যাব বৃন্দাবনে, হেরিতে সে নারায়ণে।

কৰ্ম্মা। না দিদি
গেলে তুমি মহাতাপ
পাবে মহারাজ।

পৃথ্বা। না না ভগ্নি
দিয়াছেন অনুমতি তিনি।

কৰ্ম্মা। দিদি!
যাব তব সনে,
কর ক্ষমা।

পৃথ্বা। কর মহারাজে সেবা
রহিল কল্যাণ মোর
স্নেহের তনয়,
দেখো তুমিলো ভগিনি।

কৰ্ম্মা। কর ক্ষমা দিদি
যাব তব সনে।

পৃথ্বা। কেন, কেনলো ভগিনি
এতই কাতর!
দেখো মহারাজে
দেখো লো কল্যাণে।

(কল্যাণ সিংহের প্রবেশ)

কল্যাণ। মা! মা!
কোথায় যাইবে তুমি
ফেলিয়া আমায়?

পৃথ্বা। বৎস! যাব বৃন্দাবনে
হেরিতে সে নিরাময়ে।

কল্যাণ। ওহো—
মাতৃসেবা অপূর্ণ আমার
মাতা! মাতা!
কোথা যাবে ফেলে
অকৃতী সন্তানে?

পৃথ্বা। কেন বৎস!
এই যে তোমার মাতা।
যাব কিছুদিন তরে,
আসিব ফিরিয়া পুনঃ।
(স্বগতঃ) ওহো—
কে যেন টানিছে মোরে!
লয়ে যায় মন কোন দিকে।
জানি আমি ভাল মতে
সংসারে বসিয়া
করিলে সাধনা,
সেই হয় প্রকৃত সাধনা।
জানি আমি ভালমতে
পতি তুল্য গুরু নাহি আর।
তবু যেন কে টানিছে মোরে!
ওহো আর না রহিতে পারি।
(প্রকাশ্যে) যাওরে ভগিনি
যাও বৎস করগে শয়ন।
হয়েছে অধিক রাত্রি।

কম্মা। দিদি,
মনে রেখো অভাগা ভগনীরে।
[প্রস্থান।

কল্যাণ। মাগো,
ভুলনাকো অধম সন্তানে।
[প্রস্থান

পৃথ্বী। জানি পতিই দেবতা
পতিই পরম ব্রহ্ম,
তবু কে যেন আসি
কহিছে আমায়
"ছেড়ে যেতে এ সংসার
ছার মায়া--
পরিহর মায়া"
না না,
বলিছে আবার
যাইতে সংসার সমুদ্র ছাড়ি।
যেন কে আসি ছিঁড়ে দিয়া
স্নেহের বন্ধন ভক্তির বন্ধন,
বৈরাগ্য স্রোতের মুখে ছাড়িল আমায়।
(কিয়ৎক্ষণান্তরে)
এইবার এই শেষ,
এইবার এইবার নিদ্রিত সকলে
নিদ্রার কোমল অঙ্কে লভিছে বিরাম,
ভগবান কোন দোষ লইওনা মোর

পুত্রস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ, স্বামী ভালবাসা
করিয়া ছেদন,
চলিলাম চিরতরে।
স্বামীন্ স্বামীন্ মহারাজ
চির অপরাধিনী আমি ও চরণে
কিন্তু অবলা বলিয়া কর ক্ষমা মোরে।
আমি দোষী নরনাথ
তাই অধিনী যে ক্ষমা চায়
কর ক্ষমা ওহে ক্ষমাধার।
এ সংসার আচ্ছন্ন যে মায়ার বন্ধনে
সেই হেতু চলিলাম আমি.
পাইতে সে জ্ঞান লভিতে বিরাম
অনন্তের তরে।
পতি পুত্র ভ্রাতা কিছু নয় এ জগতে.
মায়ার বন্ধন সব,
ভূবন মোহিনী মায়া কুহকিনী
পিশাচী কি তুমি রে পাষাণী !
ওহো কবে সেই সনাতনে
হেরিবরে নয়ন ভরিয়া !
জীবনে কি পাব দরশন !
পতি ভালবাসা, পুত্রস্নেহ.
ভ্রাতৃস্নেহ আদি.
সবই করিয়া ছেদন
চলিলাম তোমার উদ্দেশ্যে।

এ কি !
কি হোলো উদিত মনে ?
মায়া অমৃত ভাষিণী !
না না, মায়া কুহকিনী !
কুহক মন্ত্রেতে ভুলায় জগত।
মায়া ! আর কেন এস দেখা দিতে ?
ছেদিয়াছি তোমার বন্ধন
তবে আর কেন প্রলোভন ?
প্রলোভনে ভুলিবেনা কভু এ জীবন
প্রলোভনে মাতিবে না
কভু এ পরাণ।
লইয়াছি স্বামী অনুমতি
লভিতে সে নিত্য নিরঞ্জনে।
যদি পারি কভু আসিব ফিরিয়া,
নতুবা এই শেষ—
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"
চলিলাম চলিলাম,
দেখিতে পাবে না রাজা
আর তব স্নেহের পৃথ্বারে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির।

পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বীরাজ। গত হল পাঁচ দিন
ক্রমাগত হইতেছে রণ রাঠোর সহিত,
তবু, তবু নাহি হয় রণ অবসান;
কিন্তু
আজিকার রণে জয়লাভ,
কিম্বা হবে শরীর পতন।

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ !
অদূরেতে চলে একটি যোগিনী
তেজপুঞ্জ কায়।
কার সাধ্য যায় তাঁর কাছে
কেবলই সে ফিরি চায়
শিবিরের দিকে।

পৃথ্বীরাজ। যাও দ্রুত
মম নাম দিয়া আনহ এখানে।

প্রহরী। রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[দূতের প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। কেবা সে যোগিনী!
কেন বা সে চায় শিবিরের দিকে?

(গান গাহিতে গাহিতে পৃথ্বার প্রবেশ।)

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

পৃথ্বা। অনিত্য সংসার, দারা পুত্র পরিবার,
কেহ কারো নয় ভুবনে।
নিখিল ভুবন, মায়া নিকেতন,
(হায়! হায়!) আছে সবে মোহ বন্ধনে।
নিদ্রাসনে স্বপ্ন প্রায়, আয়ু সনে সব যায়,
তাই বলি ভজ নিত্য নিরঞ্জনে।
পরব্রহ্ম পরাৎপরে, সেই সারাৎসারে,
কর সেবা অনুক্ষণে।

পৃথ্বীরাজ। কে কে ভগিনী পৃথ্বা!
কেন দিদি এ বেশ তোমার?
পৃথ্বা। ভাই, ছেদিতে রে মায়ার বন্ধন।
পৃথ্বীরাজ। না না, দিদি!
দেখিতে নারিব ও বেশ তোমার।
ল'য়েছ কি স্বামী-অনুমতি?
পৃথ্বা। ভাই
লইয়াছি স্বামী-অনুমতি
হেরিতে সে নারায়ণে।
যোদ্ধৃবেশ কেন তব ভাই?

পৃথ্বীরাজ। দিদি! জাননা কি তুমি!
জয়চাঁদ নিমন্ত্রণ করিনু অগ্রাহ্য
তার প্রতিশোধ হেতু সে পামর
সুবর্ণ মূরতি দুই করিয়া নির্ম্মাণ
নীচ কার্য্যে করেছে স্থাপিত।
একটি তব স্বামী সমরের
অপরটি মম প্রতিমূর্ত্তি।

পৃথা। তবে স্বামী কাছে
কেন নাহি পাঠালে সংবাদ?

পৃথ্বীরাজ। শুন দিদি, আরও আছে বলিবার
যবে শুনিলাম নীচকার্য্যে
মম মূর্ত্তি করেছে স্থাপিত,
প্রতিজ্ঞা করিনু সেইক্ষণে
যজ্ঞভঙ্গ করি হরিবারে তনয়া
তাহার।

সে প্রতিজ্ঞা মম হ'য়েছে সফল
সেই হেতু পাঁচ দিন হইতেছে রণ।
কি বলিলে দিদি তুমি,
নিতে তব পতি সহায়তা?
এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে জিনিতে কি নারিব
একাকী আমি?
বুঝি তব স্বামী শুনে নাই
হেন অপমান?

পৃথা। বিজয়লক্ষ্মী কৃপালাভ কর
চিরকাল।
চলিলাম আমি ভাই
নিজ প্রয়োজনে।
ভগ্নি! কিছুকাল অপেক্ষা করহ।
আর কেন ভাই বাঁধ মায়াপাশে?
ছেদিয়াছি মায়ার বন্ধন।
পুত্রস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ, স্বামী-ভালবাসা
করেছি ছেদন,
পুনঃ বলি ভাই
ধর্ম্ম কর্ম্মে বাধা দেওয়া উচিত
কি তব?
অজ্ঞান নহত তুমি?

পৃথ্বীরাজ। যাও গো ভগিনি তবে
কাঁদাওনা আর।
এই বুঝি শেষ দেখা মোর।

পৃথা। একি পৃথ্বি! তুমি যে হে মহাজ্ঞানী,
জ্ঞানীর হৃদয় কাঁদে কি কখন!
প্রসন্ন বদনে ভাই দাও অনুমতি।

পৃথ্বীরাজ। যাওগো ভগিনি তবে
মাতৃশোকে কভু কাঁদেনি পরাণ
ছিলে মাতৃসম তুমিগো ভগিনি
কিন্তু আজ মাতৃশোকে কেনগো
অস্থির হৃদি!

কেন কাঁদে প্রাণ
হেরিয়া তোমায়!
দিদি! দিদি! মাতৃসম
তুমি গো আমার।

পৃথা। পুনঃ পুনঃ রে অস্থির—
বীর না তুমি!
বীর হ'য়ে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন!
হা ধিক! ভ্রাতৃনামে উপযুক্ত
নহ তুমি মোর।

পৃথ্বীরাজ। আর না কাঁদিব দিদি
এই নাও অসি,
শিরশ্ছেদ কর মোর।

(অসি প্রদান)

পৃথা। এইদণ্ডে শিরশ্ছেদ করিতাম তোর
কিন্তু শৈশবেতে করেছি পালন
সেই হেতু শুধু—(অসি ফেলিয়া দেওন)
পৃথি! কেন রে অস্থির
হওরে স্থির ধৈর্য্যধর,
ভেবে দেখ মনে
কে তুমি কে আমি এ জগতে।
যবে যাবে প্রাণ, সে সময়
কি সম্বন্ধ থাকিবে ভাই তোমায় আমায়?
ত্যজি পুরাতন, নববস্ত্র কর পরিধান;
সেইরূপ আত্মা ভাই,

ছাড়ি একদেহ ধরে অন্য কলেবর।
এ জীবনে যেন
পদ্মপত্র নীর, সদাই অস্থির
এই আছে এই নাই।
এবে বুঝিলে কি ভাই!

পৃথীরাজ। ভগিনি তুমি নিশ্চই স্বর্গভ্রষ্টা কোন দেবী!
দিদি তত্ত্বজ্ঞান আজি তুমি
প্রদানিলে মোরে!
দিদি! তুমি নহ মর্ত্ত্যবাসী, হেন মনে হয়
ত্রিদিব হইতে বুঝি এসেছ ধরায়।
অকস্মাৎ অস্থির পরাণ
কেমনে সান্ত্বনা দিলে?
দিদি! দিদি! তুমি দেবী, তুমি মাতা
প্রণমি চরণে।

(প্রণাম করণ)

যাও দিদি যাওগো ভগিনি
সেই নিত্য নিরঞ্জনে করগে সাধনা।

পৃথা। করিরে আশীষ তোরে
ধরাতলে রণস্থলে চিরজয়ী হও
প্রাণবায়ু যায় যেন
স্বাধীনতা সনে।
সমস্ত ভারতে সমস্ত জগতে
বীরত্বের ধ্বজা তুল গগন ভেদিয়া।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। (স্বগতঃ)
সত্যরে সংসার বটে
মায়ার বন্ধন,
সেই হেতু
মাতৃস্বরূপিণী ভগিনী আমার
ত্যজিল সংসার ;
কিন্তু কই আমি পারিলাম
ছেদিতেরে মায়ার বন্ধন !
যাই হোক,
জন্মিয়া সংসারে ক্ষত্রিয়ের কুলে
ক্ষত্রধর্ম্ম করিব পালন
লভিব অক্ষয় স্বর্গ।

(দূরে ভেরী শব্দ)

এ কি !
নিশাকালে কি হেতু বাজিল ভেরী
রাঠোর শিবিরে ?
আরে রে রাঠোর !
অন্তিম সময় তোর।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জয়চাঁদের শিবির।

রাণীসুন্দরীর প্রবেশ।

রাণী। হায় কিবা ঘটিল কপালে
অকারণ বাড়িল শত্রুতা ;
সদা মনে হয়,
একবিন্দু জল
ক্রমে ক্রমে গ্রাসিবে মেদিনী।

(জয়চাঁদের প্রবেশ।)

জয়চাঁদ। হায় ! যথা সমীরণে কাঁপে তরু পত্র,
সেইরূপে কাঁপে সব হেরিয়া চৌহানে।
ভীরু ভীরু সব রাঠোরের কুল
ভীরুতায় আচ্ছন্ন সকলে।
গত প্রায় ছয়দিন
ক্রমাগত হইতেছে রণ চৌহান সহিত
জয় পরাজয় কিছু না হয় নির্ণয়
অতিশয় সৈন্য ক্ষয় হতেছে আমার
যাই হোক দেখি পরিণাম।

রাণী। মহারাজ ক্ষান্ত দিন রণে
বড় অমঙ্গল হেরি চারিভিতে।

জয়চাঁদ। কি বলিলে রাণি
ক্ষান্ত দিব রণে ?
দন্তে তৃণ লয়ে শত্রুর নিকটে
মাগি লব ক্ষমা ?
কিম্বা পাতিয়া মস্তক
শত্রুর চরণ ধূলি লব সমাদরে ?
হা ধিক্ পত্নীনামে অযোগ্য আমার
রাণি ! শুনিতে না চাহি কোন কথা
নিবারণ করিওনা মোরে
যুদ্ধই জীবন মোর
যুদ্ধ মোর পণ।

(প্রস্থানোদ্যত)

রাণী। (বাধা দিয়া) মহারাজ ব'ধো না দাসীরে
ক্ষান্ত দিন রণে।

জয়চাঁদ। ধিক্ ধিক্ রাণি—
শতোধিক জীবনে তোমার !

[জয়চাঁদের প্রস্থান।

রাণী। ইমন—কাওয়ালী।

এবার আমি যাব চলে বিজন বনে,
কইব সেথা মনের ব্যথা, বনের পশু পক্ষীসনে।
ফেলিয়ে চোখের জল, ধ'র্‌বো পাখী দিয়ে ফল.
বুঝ্‌বে তখন কেমন জ্বালা, যেমন জ্বালা দাও প্রাণে।
অবলা সরলা বালা, জেনে হৃদে দাও জ্বালা,
এবার তোমায় দিব জ্বালা, যা দিয়ে প্রাণে প্রাণে।

(জয়চাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

জয়চাঁদ। প্রিয়ে সরোজাক্ষি !
কি কারণে কাঁদিতেছ তুমি
বালিকার সম ?
বীর-বালা বীরাঙ্গনা তুমি।
কাতরতা সাজে কি তোমারে কভু ?
চৌহানের সহ রণ
সমান্য বিষয় ইহা !
এবে যাও প্রিয়ে অন্তঃপুরে,
চলিলাম সমর প্রাঙ্গণে।

[প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য।

সদানন্দর বাটী।

সদানন্দ।

সদানন্দ। বাবাঃ ! এরই নাম যুদ্ধু ! এই রকম যুদ্ধু ক'রে তবে রাজা মহারাজাদের মান বাঁচাতে হয় ! রাজা মহারাজা হওয়ার চেয়ে আমার মতন গরীব বামুন হওয়া ভাল আছে বাবা ! এই

এই পেটের জন্যইত সব, এখন সাধের পেটেই যদি তলয়ারের খোঁচা মারে তবে অমন সর্ব্ব-নেসে কাজে যাওয়া কেন! সাধে কি আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নিয়ম ক'রে গেছেন যে যুদ্ধই রাজাদের ধর্ম্ম, আর ফাঁকা আশীর্ব্বাদই বামুনের কর্ম্ম। আহা কি মজাদার নিয়ম! যুদ্ধে মরবার বেলায় তোমরা, আর যুদ্ধ জয় হলে গোল্লার বেলায় আমরা। যাই হোক এই যুদ্ধটায় আমাদের মহারাজ খুব বীরত্ব দেখায়েছেন বটে! তবে শেষ রক্ষাটা হলোনা এইটে ভারী দুঃখু। মহারাজার আর দোষ কি! তিনি একলা আর কদিক সামলাবেন! সেনাপতি বেটা কোনও কাযের নয়, খালি মুখ সর্ব্বস্ব। যুদ্ধ কি ক'রে চালাতে হয় বেটা তাতে একাবারেই কাঁচা, তবে প্রাণের ভয়ে কি করে চোঁচা দৌড় মেরে পালাতে হয়, সেটাতে বিলক্ষণ পাকা আছে। ওঃ! চৌহানদের সেনাপতি গোবে বেটা কি বীর! বেটা যেন একলাই একলাক, বেটার খাঁকি আওয়াজ মনে হলে এখনও বুকটা গুর গুর ক'রে উঠে। যাক সে বেটার কথা আর ভাব্বো না, এখন আমাদের মহারাজের দশা যে কি হ'বে তাই একটু ভাবি! এই যে আমার রসময়ী হেলে দুলে আবার এখানে আস্‌ছেন।

(সদানন্দর স্ত্রীর প্রবেশ।)

সদা স্ত্রী। বলি ও বীর-পুরুষ এখানে দাঁড়ইয়ে আকাশ পাতাল কি ভাব্‌ছো? যুদ্ধের খবর জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেই আমার কাছ থেকে চ'লে এলে কেন? আমাদের মহারাজ যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন ত?

সদানন্দ। কি আর ভাব্‌বো বামনি! এখন যে কোন গতিকে প্রাণটা বাঁচইয়ে পালইয়ে এসেছি সে কেবল তোমার এয়োতের জোরে। বাবা! এরই নাম যুদ্ধ! বামনি বার বার যুদ্ধের খবর জিজ্ঞাসা ক'রে আর আমায় বিরক্ত ক'রো না।

ঐ স্ত্রী। দেখ তুমি পুরুষ-বেশী স্ত্রীলোক। যেখানে যুদ্ধ হ'চ্ছিল হয়ত তার দুকোশ দূর থেকে পালইয়ে এসেছ এতেও আর ভয়ে বাঁচ না। তোমার ন্যায় কাপুরুষের জীবনে ধিক্‌!

সদানন্দ। আ মর মাগী—আমি পালিয়ে এসেছি বেশ ক'রেছি, খুব ক'রেছি, তুই কাপুরুষ বলবার কে? আমি ম'রে গেলেই তোর বেশ মজা হ'তো. নয়? ছি, ছি, ছি, মহাগুরু স্বামীকে কি এমন ক'রে ব'ল্‌তে হয়?

ঐ স্ত্রী। ওরে বাপরে, কাপুরুষকে কাপুরুষ ব'লবো তার আবার ভয়! হোক না কেন ভাতার গুরু-লোক, তা ব'লে কি ভাতারের দোষকে দোষ ব'ল্‌তে পার্‌বো না?

সদানন্দ। খুব পারবে, বেশ পারবে, একশোবার পারবে তবে এটা জেনো বামনি যে বুড়ো ভাতার ব'লে অতটা তাচ্ছিল্য ভাল নয়! বামুনের ছেলে কে কোথায় সাহসী হ'য়ে থাকে বল দেখি? বামুনের ছেলেকে সাহসী ক'র্‌তে হ'লেই যে সামাজিক নিয়মগুলো ওল্টাতে হয়! বামুনের ছেলেকে কি তরয়াল খেঁচতে আছে, না তরয়ালের মুখ দেখ্‌তে আছে?

ঐ স্ত্রী। হ্যাঁগা, তোমাদের সমাজের নিয়মগুলো একটু আল্‌গা ক'র্‌লে কি সমাজ উচ্ছন্ন যায়, না বামুনে তরয়াল ধ'র্‌লে সমাজ রসাতলে যায়? শুধু বামুন কেন, সমস্ত হিন্দুজাতি এবং আবশ্যক মত মেয়েরা ও যাতে তরয়াল ধ'র্‌তে পারে সেইরূপ একটা নিয়ম রাজাকে ব'লে ক'র্‌তে হবে। দেখ যদি ও আমি মেয়ে মানুষ, যদি ও আমি তোমাদের মতন কাছা দিয়ে কাপড় পরি না তবু ও আমি ব'ল্‌তে পারি যে তরয়াল নিয়ে যুদ্ধ ক'র্‌তে আমার কিছু মাত্র ভয় হয় না। রাজার বিপদের সময় যাতে স্ত্রী পুরুষে যুদ্ধ ক'র্‌তে পারে তার উপায় শীঘ্রই ক'র্‌তে হ'বে।

সদানন্দ। কিছু দরকার হ'বে না বামনি, কিছু দরকার হ'বে না। তোর যে রকম সাহস দেখ্‌ছি, তাতে তোকে সেনাপতি ক'রে যুদ্ধ ক'র্‌লেই সব আপদ মিটে যাবে। তোর মতন স্ত্রী-বেশী পুরুষ যদি সেনাপতি

হয়, তা হ'লে গোবে বেটা ত ছার বিনা যুদ্ধে পৃথিবীটেকেও জয় করা যায়। বামনি এতে তুমি রাজী আছ ত? তুমি যদি দয়া ক'রে একবার সেনাপতির পদটা নাও, তাহ'লে আমাদের সব দিক রক্ষা হয়, আর মহারাজারও মানটা রক্ষা হয়।

ঐ স্ত্রী। যাও! যাও! আর তোমার ন্যাকামী ক'র্‌তে হ'বে না। তোমার মতন সাহসী পুরুষ আর ভুভারতে নাই। তোমার হঠাৎ কি হলো! তুমি কাঁপছ কেন?

সদানন্দ। হ্যাঁ বামনি কাঁপ্‌ছি বটে! কি জান সেনাপতি হ'লে তুমি কি রকম বীরত্ব দেখাবে, সেইটে ভাবতেই চৌহানদের সেনাপতি গোবে বেটার চেহারাটা মনে এসেছে। ও বাবা! বেটা যেন আমার দিকে ঘোড়া ছুটইয়ে আস্‌ছে! বামনি ধর! ধর! আমার মাথাটা ঘুর্‌ছে।

ঐ স্ত্রী। আচ্ছা পুরুষ বটে! এই যে এত তোয়াজ ক'রে ভাল মন্দ জিনিষ খাওয়াই—খাঁটি দুধটুকু, গাওয়া ঘীটুকু, পুরু সরটুকু—আর ফলাহারের নামেতো তুমি গলে যাও—এত খাও দাও, তার কি ছাই একটু ফল নেই? গায়ে কি ছিটেমাত্র বল্‌ নেই? এত যদি ভয় তবে লাফিয়ে যুদ্ধের খবর আন্‌তে গেলে কেন? এখন ঘরে শোবে এস। দৌড়ে এসে পাগুলো টাটিয়েছে একটু তেল গরম ক'রে পা

ছুটোয় মালিস ক'র্‌লে,মাথা ঘোরার সঙ্গে পায়ের ব্যথাও সেরে যাবে।

সদানন্দ। কেন বল্‌ থাক্‌বে না? নেই তোকে কে বল্লে? এই যে যুদ্ধের মাঠ থেকে নাক টিপে, কাছা এঁটে একদমে পালিয়ে এলুম—কেউ পারে? আর সেই বা কার জোরে? আবার এসেই একটু জল অবধি মুখে না দিয়ে যুদ্ধের ঘটনাগুলো যে ঐ শ্রীপাদপদ্মে সঠিক নিবেদন কল্লুম—কিসের জোরে? ঐ দুধ, ঘীর জোরেই ত! দুধ, ঘীর জোর যাবে কোথায়? আমার গা চাট্‌লে বিশ গণ্ডা আফিঙখোরের মৌজ জন্মে যায়। আর শুনেছিস, আমার ছোট প্রপিতামহ লাঠি ঘোরাতো—হাতের জোর কি? লাঠি ঘুর্‌তো—দূর থেকে মনে হ'ত যেন দশ বিশটে শাঁক বাজ্‌ছে। মণি! আমি সেই বংশের বংশধর—বড় কেউকেটা নই!

ঐ স্ত্রী। তাতো বটেই! তা না হ'লে আমায় তোমার পাদোক জল খেতে হবে কেন? ওই পোড়া বংশ দেখে, আর পয়সা দেখেই আমার বাপ তিনটে মেয়েরই বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে চরিতার্থ হয়েছেন। ও সব কথা যাক্‌, তুমি এখন শোবে এস।

সদানন্দ। তবে চল। তোমার হুকুম ত তামিল ক'র্‌তেই হবে। প্রাণের দায়ে দৌড়ে এসে পা গুলো টাটিয়েছে বটে! হায়রে গোল্লা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর রাজকক্ষ।

(গৈরিকবেশী সমরসিংহের বিষণ্ন বদনে প্রবেশ)

সমরসিংহ। গিয়াছে সুখের দিন মোর!
ডুবিয়া গিয়াছে সব—দুঃখ নিশা মাঝে
চ'লে গেছে সাহস আহ্লাদ!
সকলই গিয়াছে প্রাণেশ্বরী পৃথ্বা সনে।
কি বীরত্ব হ'ত প্রকাশিত
সুকোমল স্বরে তার!
একাধারে মধুরে কঠোর
কত মিষ্ট লাগিত শ্রবণে!
কোকিলের স্বর ভ্রমর ঝঙ্কার,
বসন্তের মনোহর শোভা,
পারে নাই মাতাতে যে প্রাণ,
মেতেছিল সেই প্রাণ মম,
প্রিয়তমা পৃথ্বার সে সুমধুর স্বরে!
কিছু নাহি আর মোর
গেছে প্রাণ গেছে পৃথ্বা

ছায়ামাত্র আছি পড়ে শুধুই এখানে
হায় ! হায় !
মাতৃশোকে কল্যাণ কাতর
প্রবোধিতে নারি তারে ।
কল্যাণ ! কল্যাণ !
এসো না নিকটে মোর
পিতা তব হয়েছে উন্মাদ !
না না কিসের ভাবনা !
কেন বা কাতর হই !
গেছে পৃথ্বা হেরিবারে নারায়ণে
হেরিবারে সে পরংব্রহ্ম পরাৎপরে ।
ওহো আবার কাঁদিছে প্রাণ
আবার অস্থির মন,
পৃথ্বা পৃথ্বা প্রাণেশ্বরী—
হায় কেন তোরে দিনু অনুমতি !
দেখো দেখো নারায়ণ হে মধুসূদন
প্রাণেশ্বরী পৃথ্বারে আমার ।

(কল্যাণ সিংহের প্রবেশ)

কল্যাণসিংহ । পিতঃ ! পিতঃ !
কবে আসিবেন মম স্নেহের জননী ?
কিবা অপরাধ করিয়াছি দেব
জননী চরণে ?

সমরসিংহ। বৎস!
হরি আরাধনে সুখ বৃন্দাবনে
গিয়াছে জননী তব।
মাতৃ উপদেশ ভুলিবে কি এবে তুমি!
"কেহ কারু নয় মায়াময় এসংসার"
যাবে যাবে প্রাণ এ দেহ হইতে.
সে সময় কি সম্বন্ধ
থাকিবে পুত্র তোমায় আমায়?
বীর পুত্র তুমি বৎস!
ক্ষত্রিয়ের কাজ যাহা
করি যাও ধরাতলে,
বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাও জগতে।

কল্যাণসিংহ। পিতঃ সত্য তব বাণী
কিন্তু কিছুতেত প্রবোধ মানেনা মন,
সদা ইচ্ছা জননী চরণ হেরি,
পিতঃ কর অনুমতি
অন্বেষিতে যাই কোথায় জননী।

সমরসিংহ। বৎস!
কেন পুনঃ বাঁধ হৃদি মায়ার বন্ধনে
কেবা তুমি কেবা আমি এ জগতে!
অনিত্য জীবন, অনিত্য সংসার
ভুলিলে কি এবে?
বীর পুত্র তুমি—
কররে বীরের কাজ।

কল্যাণসিংহ। বাঁধিলাম হৃদি
ছেদিলাম মায়ার বন্ধন।
কিন্তু পিতঃ
কি উপায় করি!
স্নেহময়ী জননী মূরতি
সদা হৃদে জাগে।

সমরসিংহ। বৎস!
পুনরে অধীর কেন!
জ্ঞানচক্ষে হের একবার
দেখ এ সংসার মায়াময়,
একাকার সব।

কল্যাণসিংহ। সমস্তই জানি পিতঃ!
কিন্তু সন্তান হইয়ে
জননীর স্নেহ ভালবাসা
ভুলা কি সম্ভব কভু?
আহা!
মা নাম কি মধুর নাম!
মা নাম সুধার নাম!
মা নাম নিঃস্বার্থ নাম!
মা নাম
তাপিত হৃদয় জুড়াবার নাম!
মা নামে
তিরোহিত হয় প্রাণের বাসনা।
মা—মা—মা—আমার-- (ক্রন্দন)

সমরসিংহ। (স্বগতঃ)

হায়! পৃথ্বা প্রাণেশ্বরী
কি উপায়ে প্রবোধি সন্তানে!
পৃথ্বা পৃথ্বা দেখে যাও পুত্রের
দুর্দ্দশা তব!
(প্রকাশ্যে) বৎস!
কেবা মাতা! কেবা পিতা।
সকলেই এক মোরা—
জননীর—জনম ভুমির
প্রিয় পুত্র মোরা।
সেই মাতা সেই পিতা
সেই ধ্রুবতারা।

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ!
মন্ত্রী যাচে দরশন তব।

সমরসিংহ। যাও দূত, বল তাঁরে
যাইতেছি মোরা রাজসভা মাঝে।
এস বৎস।

[সমরসিংহের প্রস্থান।

কল্যাণ।— একি লীলা তব দয়াময়!
স্নেহময়ী জননী আমার

মমতা কাটায়ে চলি গেল চিরতরে,
আর আমি সন্তান তাঁহার
কাঁদিতেছি তাঁর শোকে
ব্যাকুল হইয়ে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

সংযুক্তা নিবিষ্টাচিত্তে মালা গাঁথিতে নিযুক্তা।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। (স্বগতঃ)
এই যে কনকলতা
কি ভাবিছে বসে,
ভেবে কিছু না পারি বুঝিতে।
আহা কি সুন্দর রূপ মনোমুগ্ধকর
হের হের নেত্র বড়ই সৌভাগ্য তব
এ প্রেম কুসুম,
বিকসিত হইয়াছে প্রেম পুষ্পোদ্যানে
পুষ্পাসনে পবিত্র বন্ধন মোর।

কিন্তু হায়!
এত লঘুচিত্ত কেন হইতেছ মন?
কেন চাও সদা
হেরিতে এ স্বর্ণ প্রতিমা?
সাবধান! সাবধান হও মন
হয়োনা উন্মত্ত কভু রমনী নেশায়,
যদি মত্ত হও রমনীর প্রেমে
তা হলে,
জীবনের লক্ষ্য তব যাইবে ভাসিয়া
তা হলে,
জীবনের ব্রত তব যাইবে ভাঙ্গিয়া।
(প্রকাশ্যে) প্রাণেশ্বরি—
অধোমুখে আছ কি কারণ?
হের আমি নিকটে তোমার
ভুলেছ কি ঘোরে প্রিয়তমে?
বড়ই অস্থির হৃদি
শান্তি বারি তুমি তায়।

সংযুক্তা। একি কথা কহ দেব!
বুঝনা বুঝনা তুমি প্রাণের বেদন
তেঁই কহ হেন ভাষ!
প্রাণ দিছি তব করে
তুমি প্রাণনাথ।

পৃথীরাজ। জানি, প্রাণেশ্বরি হৃদয় বেদন!
এস এস প্রিয়ে,

বড়ই অস্থির হৃদি
আলিঙ্গনে সুখী কর মোরে।

(উভয়ের আলিঙ্গন করণ)

(সখীগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

খাম্বাজ মিশ্র—দাদ্‌রা।

(আহা) দিনমনি যেন কমলিনী গায়ে
দেখ দেখ ঢ'লে পড়িল!
অলি যেন এসে হেসে ফুলে ব'সে
মনোকথা কত কহিল!
(কিবা) সুন্দর সুন্দরে সুন্দর মিলনে
সুন্দর ছবি মোহিল!
সুন্দর মিলনে সুন্দর জীবনে
সুন্দর প্রবাহ ছুটিল।
সুন্দর অধরে সুন্দর প্রতিমা
সুন্দর হাসি হাসিল।

[সকলের প্রস্থান
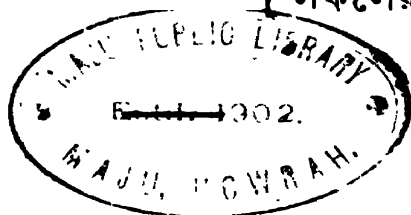
তৃতীয় দৃশ্য।

কণৌজের মন্ত্রনা সভা।

জয়চাঁদ, বীরসিংহ ও তেজসিংহ আসীন।

জয়চাঁদ। শুন মন্ত্রি শুন সেনাপতি,
কাজ নাই ঘৃণিত জীবনে
দাবানলে কিম্বা জলে
ত্যজিবরে এ ছার জীবন।
উহোঃ—
পরাজয় চৌহানের করে।
না না বহিব না আর
এ ঘৃণ্য জীবন।

তেজসিং। স্থির হও মহারাজ
এখন ও জ্বলিছে মৃদু
আশার আলোক।
আছে হে কৌশল এক
গজনীর স্থলতান সহ
করিয়া মিলন,
চল যাই পুনঃ আহ্বানি চৌহানে।
মিলিত হইলে রাঠোর
আফগান সনে.

কার সাধ্য রোধিবে সে গতি ?
অনায়াসে
পৃথ্বীরাজ হবে পরাজিত,
অনায়াসে
চির অকাঙ্ক্ষিত দিল্লি সিংহাসন
হবে তব হস্তগত।

জয়চাঁদ। ধন্য বুদ্ধি তব সেনাপতি
করি তব বুদ্ধির প্রশংসা।
কিন্তু ক্ষত্র হয়ে বীর হয়ে
করিব কি অন্যায় সমর ?

তেজসিংহ। ধর্ম্মাধর্ম্ম কিবা আছে
অরাতির সনে ?

বীরসিংহ। ক্ষান্ত হও মহারাজ
"জ্ঞাতি হিংসা মহাপাপ"
জ্ঞাতি সনে করিয়া বিবাদ
কেন ডেকে আন বিধর্ম্মী যবনে ?

জয়চাঁদ। (স্বগতঃ)
ওহোঃ অপমান চৌহানের করে !
হয় হোক ছারখার সমগ্র ভারত
যায় যাক আমার জীবন.
তবু তবু ক্ষমিব না
ঘৃণিত চৌহানে ;
(প্রকাশ্যে) মন্ত্রি
শুনিব না কোন কথা তব।

বীরসিংহ। মহারাজ,
রাজনীতি চর্চ্চা করি
শুক্ল মোর হইয়াছে কেশ,
রাখ মম অনুরোধ
সাদরে ডেকনা কভু
বিধর্ম্মী যবনে;
স্থির জেনো মহারাণা
কালসর্প বেশে শেষে
দংশিবে যবন।

জয়চাঁদ। মন্ত্রি!
প্রতি কার্য্যে তুমি মম
কর প্রতিবাদ,
এই কি উচিত তব?
বয়োবৃদ্ধ তুমি
বিশেষতঃ স্বর্গগত পিতৃদেব মম,
ছিলা বদ্ধ
বন্ধুতার সূত্রে তোমাসনে,
সেইহেতু এত সহি।

বীরসিংহ। সত্য মহারাজ
তব কার্য্যে করি প্রতিবাদ,
কিন্তু শুধু কর্ত্তব্যের তরে।
কর্ত্তব্যই মানব জীবন,
কর্ত্তব্যই সংসারের সার,
সেই কর্ত্তব্যের তরে

শেষ ভিক্ষা করি মহারাজ
মিলিত হওনা কভু
বিধর্ম্মীর সনে,
সুধাভ্রমে কালকূট করিওনা পান।

জয়চাঁদ। সাবধান হও মন্ত্রিবর!
পিতৃবন্ধু বলি
সহিয়াছি বহুবার,
কিন্তু আর না সহিতে পারি
জ্বলিতেছে প্রতিহিংসানল।

বীরসিংহ। সাবধান হও তুমি মহারাজ!
আমি আছি
চিরদিন সাবধান।
কর্ত্তব্যের তরে পুনঃ কহি --

জয়চাঁদ। কেন বৃদ্ধ মিছামিছি
কর জ্বালাতন?
নাহি যাচি মন্ত্রণা তোমার
যাও তুমি নিজ গৃহে
করগে বিশ্রাম।

বীরসিংহ। হায়! হায়!
বুদ্ধিভ্রংশ রাজা তুমি
বন্ধুভ্রমে কালসর্পে দিবে আলিঙ্গন।
স্থির জেনো
তোমা হতে ভারতের পতন নিশ্চয়।

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। (স্বগতঃ) এইবার হেরিব চৌহান
কত গর্ব্ব তব
কত বল তব
প্রতিহিংসা মহাযাগে
দিবরে আহুতি তোমার মস্তক।
দিন দিন পেতেছ প্রশ্রয়
হ'তেছ গর্ব্বিত
গর্ব্ব থর্ব্ব করিব এবার।
আরেরে ঘৃণিত চৌহান,
বিলুপ্ত করিব ধরা হ'তে
চির অরি চৌহানের নাম।
চৌহানের কুল
এবে করিব নির্ম্মূল
তবে মম জয়চাঁদ নাম।
(প্রকাশ্যে) সেনাপতি!
তুমিই সহায় মোর
এ ঘোর বিপদে,
যাও এইক্ষণে
মহম্মদ সন্নিধানে।
দেখো,
অবিলম্বে ঘোরী যেন হয় অগ্রসর।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

বনপথ।

পৃথ্বার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত।

ইমন—আড়াঠেকা।

কোথা ওহে দয়াময় পরব্রহ্ম সনাতন!
পাপী পাপহারী ওহে পতিত-জন-পাবন!
পুরাও পুরাও আশ, করোনা আজি নিরাশ.
বড় আশে আসিয়াছি ছেদি মায়ার বন্ধন।
ওই মায়া কুহকিনী,—কাঁপিছে তাপিত প্রাণী.
রাখ রাখ দয়াময় ওহে নিত্য নিরঞ্জন;—
প্রকৃতি লইয়া বামে, দাঁড়াও হে বঙ্কিম ঠামে,
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম স্থন্দর শ্যাম বরণ॥

পৃথ্বা। মায়ার সংসার সকলি অসার
সারমাত্র চিনেছি হে তুমি বিপদবারণ।
দয়াময়!
করোনা নিরাশ, করোনা হতাশ,
নিরাশার স্রোতে ফেলোনাকো মোরে।
ছেদিয়াছি মায়ার বন্ধন,
আসিয়াছি ওহে নারায়ণ,

ছাড়ি রাজ্যধন, ত্যজি স্বামী পুত্রধন,
বিষয় বৈভব আদি সকলই ত্যজিয়ে
আসিয়াছি ওহে শুধু তোমার কারণ।
আর যাব কতদূর, তুমিতো হে বহুদূর,
কিন্তু হায়
মন পথে কই তুমি দূর!
বাঁধি ভক্তিডোরে রেখেছি তোমারে
এ হৃদি কমলাসনে।

(বসিয়া) না হলোনা সফল বুঝি আশা
মরুভূমে মরীচিকা সম সকলি বিফল।
জ্ঞানহীনা আমি হে পাপিনী,
দয়া কর দয়াময় আমি অভাগিনী।

স্তব।

ওহে পরংব্রহ্ম নিরঞ্জন
সত্য সনাতন বিপদবারণ—
সন্তাপ-নাশন পাপ বিমোচন,
না জানি পূজন ওহে জনার্দ্দন
নিজগুণে আসি হওহে উদয়।

(দৈববাণী) একমনে ডাক ভক্তিভরে
সেই পরংব্রহ্ম সনাতনে।

পৃথা। (উঠিয়া) একি দৈববাণী!
আশা সরোজিনী
ডাকি ভক্তিভরে।

গীত।

কীর্ত্তনাঙ্গ।

একবার দেখা দাও ওহে দয়াময়
শক্তির আধার ওহে শান্তির নিলয়।
এস একবার, দয়ার আধার,
নিজগুণে আসি হওহে উদয়।
পাপী পাপহারী ওহে মুর-অরি
পাপ অন্ধকূপ হ'তে উদ্ধার আমায়!
ওহে বড় যে যাতনা, প্রাণে যে সহেনা,
রক্ষ ওহে সনাতন আসি এ সময়।
যায় দিন যায় জীবন ত যায়
জীবন ভাস্কর ওই অস্তমিত হয়।।

(ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

ছদ্মবেশী। কে তুমি, কেনরে কাঁদিছ একাকিনী?
হেরিয়া ও বেশ তব কাঁদিছে পরাণি।

পৃথ্বা। কে তুমি, কিবা প্রয়োজন ওহে গুনমণি?
মম দুঃখে হও দুঃখী আমি যে পাপিনী!

ছদ্মবেশী। না না,
পুণ্যের পবিত্র মূর্ত্তি তুমি গো জননী
কেনরে সাজিছ যৌবনে যোগিনী?

পৃথ্বা। আর কেন করহে ছলনা
ওহে চিন্তামণি,

চিনেছি তোমায়, তুমি শ্যাম গুনমণি।
কি কারণে দয়াময় সেজেছি যোগিনী
সকলি জানত ওহে হৃদয়ের মণি!

ছদ্মবেশী। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব হবে গো জননী।

(ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও যুগলমূর্ত্তির আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান)

পৃথ্বী। একি!
কোথায় যাইলে তুমি ফেলি একাকিনী!
যাইবে কোথায়, আমি হইব সঙ্গিনী।

[দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গজনীর মন্ত্রণা সভা।

মহম্মদ ঘোরী ও কুতব উদ্দিন আসীন।

মহম্মদ। বড়ই সাহসী সেই কাফের চৌহান
বড়ই কৌশলী,
থানেশ্বর সন্নিধানে
অনায়াসে পরাজিত করিল আমায়।

বড় আশে গিয়াছিনু করিবারে
ভারত বিজয়;
সে আশায় হয়েছি নিরাশ।
ধন্য! ধন্য! বীর পৃথ্বীরাজ।

কুতব। জাঁহাপনা!
পৃথ্বীর বীরত্ব,
পৃথ্বীর মহত্ব হেরিলে নয়নে
হেন মনে হয়
স্বর্গভ্রষ্ট বীর কোনজন
অবতীর্ণ হয়েছে ধরায়।
নচেৎ কে কোথায়
শত্রুবাক্যে করিয়া বিশ্বাস,
স্বাধীনতা করে তারে দান?

মহম্মদ। সেনাপতি সত্য তব বাণী।
কিন্তু প্রতিজ্ঞা আমার
"হিন্দু স্বাধীনতা রাখিব না ভবে"
ছলে বলে অথবা কৌশলে,
জ্ঞাতি বন্ধু আদি তার
আনিয়া স্বপক্ষে;
আবদ্ধ করিব তারে অধীনতা পাশে।

কুতব। জাঁহাপনা!
যদিও আছি দাসত্ব শৃঙ্খলে
বদ্ধ হয়ে তব পাশে;
কিন্তু কহিব প্রকৃত কথা,

পৃথ্বীরাজ তৃণজ্ঞান করে
হেয়জ্ঞান করে সবে ;
জ্বলন্ত উৎসাহ, অসীম উদ্যম
শত পদাঘাত করে অধীনতা শিরে।

মহম্মদ। তবে হবে না কি ভারত বিজয় ?

কুতব। অসম্ভব ! অসম্ভব জাঁহাপনা
যতদিন পৃথ্বীরাজ জীবিত রহিবে !

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জাঁহাপনা ! রাজপুত সেনানী জনেক
মাগিছে দর্শন তব।

মহম্মদ। কোথা হ'তে আগমন তার ?

প্রহরী। মহারাজ জয়চাঁদ পাঠায়েছে তারে।

মহম্মদ। আন তাঁরে সসম্ভ্রমে।

প্রহরী। যো হুকুম।

[প্রস্থান

মহম্মদ। কি উদ্দেশে রাজপুত আগমন ?
হেন মনে লয়,
জ্বলিবে আবার বুঝি আশার আলোক।

(তেজসিংহের প্রবেশ)

তেজসিংহ। জাঁহাপানা !
করি নিবেদন

কণৌজাধিপতি জয়চাঁদ—
আমি সেনাপতি তাঁর,
তেজসিংহ নাম মম।
পাঠালেন তিনি মোরে
পূর্ব্ব বৈর ভুলি করিয়া মিলন
খর্ব্বিতে চৌহান গর্ব্ব।
বড় অহঙ্কারী সেই দুর্বৃত্ত চৌহান।

মহম্মদ। (স্বগতঃ)
যাহা আমি ভেবেছিনু আগে
তাই হল কার্য্যে পরিণত।
(প্রকাশ্যে) মহাশয়—
সেলাম জানায়ে মহারাজে
কহিও তাঁহাকে--
বড়ই বাধিত আমি এ সন্ধি বন্ধনে.
চির বন্ধুতার ডোরে
বাঁধিলেন মোরে।
(স্বগতঃ) এ নয় মিলন
একই লক্ষ্যে দুটি পাখী
হইবে নিধন।
(প্রকাশ্যে) এস মহারাজ!
দুইজনে পরামর্শ করিব গোপনে।

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সদানন্দের বাটি।

সদানন্দ।

সদানন্দ। কপাল! কপাল! তা না হ'লে এমন সুযোগ হ'য়েও সব পণ্ড হ'বে কেন! কপাল! কপাল! তা না হ'লে গোল্লার এমন বন্দোবস্ত হ'য়েও বে বন্দোবস্ত হবে কেন! কপাল! কপাল! তা না হ'লে আমাদের মহারাজই বা নেড়েগুলোর সঙ্গে ভাব ক'রে নিজের জামাইএর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ক্ষেপবেন কেন? রাজা রাজড়া হ'লেই কি ছাই লড়াই কর্‌তে হয়? রাজা রাজড়ার কথা বলি কেন, আমরাই কি লড়াই করি না! এই যখন রাজবাটীতে নিমন্ত্রণ খাই তখন কি আর অল্পে ছাড়ি। রাজা মশায় কাছে ব'সে থেকে কত আদর ক'রে খাওয়ান; সে ত যেমন তেমন খাওয়া নয়--যেন পেটেতে ক্ষিদেতে মল্লযুদ্ধ—গলদঘর্ম্ম। লুচি, পুরী, মেঠাই, মোণ্ডা, রাবড়ী আর কত নাম করবো! আহা শুনেই আমার যেন ঐ গুলোর সঙ্গে এখনই লড়াই কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। হায়! হায়! সব মাটি হলো, সব মাটি হলো, আবার সোনাতেও হানা পড়লো। এতদিন বাম্‌নীকে এক রকমে বুঝাইয়ে রেখেছি, কিন্তু বামনীর গোট বারানসী

কাপড়ের উপায় ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না, তবে যদি মহারাজ এইবার যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন তবে আশা আছে। আঃ! এই যে আমার হৃদি বিলাসিনী হেলে দুলে এই ধারেই আস্‌ছেন, এখনই যাই বা কোথায়!

(সদানন্দের স্ত্রীর প্রবেশ)

সদা স্ত্রী কি গো বীরপুরুষ, আমাদের মহারাজের মাথা আজকাল এত গরম কেন ?

সদানন্দ। কেন মণি! তুমি এত বুদ্ধি ধর আর এই সাদা কথাটা বুঝ্‌তে পার না ? সাধারণ লোকেই যখন দু পয়সা উপায় কর্‌তে শিখেই মাথা গরম করে— তখন রাজা রাজড়ারা—যাদের লোক, লস্কর, ঢাল, তলোয়ার, হাতিয়ার কিছুরই অভাব নাই, তাদের মাথা গরম হবে না কেন ? এই মনে কর্‌ তোকে যদি এখন কেউ ধর্ত্তে আসে, তাহলে কি আমারই মাথা গরম হবে না ?

ঐ স্ত্রী। ইস্‌ আমাকে ধরে এমন লোক এখনও জন্মাইনি। আচ্ছা যদি কেউ আমাকে ধর্ত্তে আসে—তুমি কি কর ?

সদানন্দ। তখন এই দুধখেকো হাড়ের বল্‌ দেখবি, ইস্‌ কার সাধ্যি! কৈ কৈউ আস্থুখ দেখি ? এই সেদিন রাজসভায় একটা ডাকাত ধ'রে নিয়ে এসেছিল ; রাজা মশায়কে বিচারের সময় বেটা কি একটা

বেফাঁস কথা বলায় আমার রাগ হ'য়ে যায়, আমি অমনি জোর ক'রে বেটার দিকে যেমন চেঁচিয়ে চাইলুম, বেটা গা চিড়বিড়িয়ে পায়রা লোটন লুটিয়ে গেল। সভাশুদ্ধ লোক দেখে একেবারে ত য় আকার আর ক। বাজে কথা মনে ক'রনা, মানুষ ত ছার, সত্যিযুগে আমরাই ত চোখ চেয়ে পাহাড় পর্ব্বত ভস্ম ক'রে ফেলতুম্।

ঐ স্ত্রী। আঃ মরণ! ন্যাকামোর সময় পেলে নাকি? এখন ন্যাকামো ছেড়ে দিয়ে বল দেখি, আমাদের মহারাজ নেড়েগুলোকে সঙ্গে নিয়ে জামাইএর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে কেন?

সদানন্দ। বামনি! ও কথায় জবাব ত ভাই এ বামনাই মাথায় আস্‌তেই পারে না। রাজা মহারাজাদের কাণ্ড আমরা কি বুঝ্‌ব বল! তবে আমার বুদ্ধির দৌড়টা খুব বেশী বলে এইটে অনুমান কচ্ছি, যে আমাদের রাজকন্যাকে চৌহানটা জোর ক'রে নিয়ে যাওয়াতে, আর আমাদের মহারাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করাতেই, তাঁর বিষম মানটা ভঙ্গ হ'য়েছে। আমাদের মহারাজ তাঁর সেই ভাঙা মানটা বেমালুম জোড়া দেবার জন্যই, নেড়েগুলোর সঙ্গে মিশেছেন। কথায় বলে যেন তেন প্রকারে শত্রু বিনষ্ট হলেই হ'লো। আমাদের মহারাজ ভারি বুদ্ধিমান, তাই বাবা এ রকম পাকা চাল চেলেছেন! বামনি এখন বুঝলে?

ঐ স্ত্রী। তোমার রাজার বুদ্ধির মুখে ছাই! আর তোমার মুখে ছাই! হ্যাঁগা! জামাইএর সঙ্গে আবার চাল কি? জামাইকে আমরা পেটের ছেলের চেয়েও ভালবাসি, আর তুমি কি ক'রে ব'ল্লে যে আমাদের মহারাজ নেড়েগুলোর সঙ্গে ভাব ক'রে জামাইএর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবেন! সত্যি সত্যিই কি আমাদের মহারাজার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে না কি? বেশ! মহারাজার বুদ্ধি শুদ্ধি যদি লোপ পেয়েই থাকে, তা হলেও ত রাণী মা আছেন! তবে যুদ্ধ হ'বে কেন?

সদানন্দ। বামনি! তুমি আমি রাজা মহারাজাদের মতলব কি বুঝবো বল! রাজা মহারাজারা ভগবানের চিহ্নিত জীব; সুতরাং তাঁদের মানটা খুব জাঁকাল গোছেরই হ'য়ে থাকে। তাঁদের মনে একটু আঁচড় লাগ্‌লে জামাইই বল, ছেলেই বল, ভাইই বল, সম্বন্ধীই বল, আর জ্ঞাতি কুটুম্বই বল, আর বন্ধু বান্ধবই বল কাহারও নিস্তার নেই। আর যে রাণীর কথা ব'ল্লে সে বেচারীর কোন হাত নাই। রাজা রাজড়াদের কাছে রাণীরা কেবল ত খেলনার জিনিস। শাস্ত্রে বলে "স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি" মানে কিনা—স্ত্রী রত্ন বিশেষ, দুকুল রক্ষা করে—স্বামীর কুল আর স্বামীর বাপের কুল। গিন্নি আমাকে তোয়াজ ক'রে আমার বাপের কুল তুই এখনও পর্য্যন্ত রক্ষা করেছিস্ নইলে কি যুদ্ধুর মাঠ থেকে

সেদিন প্রাণ নিয়ে ফিরে আস্‌তে পারি! তোর কি বল্‌না—কাহিনী শুনেই তুই একেবারে রণমুখী, আমি অম্‌নি চেপ্টা। তরুণী ভার্য্যা হ'য়ে খুব যা হোক্ ওঠাচ্চিস্ নাবাচ্চিস্!

ঐ স্ত্রী। মাইরি! তুমি যদি আমার কথায় উঠ্‌তে নাব্‌তে তাহ'লে আমি এতদিন একটা ঘণ্টা বাজিয়ে অনেক পয়সা রোজগার ক'রে ফেলতুম্। সে যা হোক তুমিই কেন রাজাকে বুঝইয়ে বল না যে নেড়েগুলোর সঙ্গে ভাব করা ভাল নয়।

সদানন্দ। ও হরি! "ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেলেন, শল্য হলেন রথী" তা বেশ মুরব্বিটি পাকড়েছ বামনি! অন্ত পরে কা কথা খোদ মন্ত্রী মশায়ই বুঝাতে গিয়ে অপদস্থ হ'য়েছেন। আর ছাই তোর ভাইএর জন্তে আমার মাথায় কি আর মাথা আছে যে রাজাকে বুঝাবার চেষ্টা ক'র্‌বো।

ঐ স্ত্রী। আঃ মরণ! রাজাদের বাতিকে ধরেছে নাকি! আমার ভাই তোমার কি সর্ব্বনাশ কর্‌লে যে তুমি তাকে গাল দিচ্ছ! তার ওপর এত ঝাল কেন? তোমার তো আর স্থন্দরী বিধবা বোন্ ঘরে নেই?

সদানন্দ। বাম্‌নি রাগ করিস্‌নি ভাই! আচ্ছা বল্ দেখি কেন আমার গোল্লার দফায় গোল্লা পড়েছে, আর কেন তোর গোট বারানসী কাপড়ের উপায় হ'য়েও সব পণ্ড হয়েছে! এতেও কি আর

মাথার ঠিক থাকে। তোমাকে ত আর কিছু বলবার যো নাই, কিছু বল্‌তে না বল্‌তেই তুমি অমনি তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ কর্‌বে, আবার যদি তোমার গুণধর ভাইএর নাম হলেও চক্কর ধর, তাহলে সাধা কথায় বল্‌ছো যে ভাইই তোমার বুকের কলিজা, ভাইই তোমার—

ঐ স্ত্রী। হাঁ্যা! তা সত্যি! তবে যে আমার বুকের কলিজা সেত আমায় "ছি ভাই" সশরীরে এখানেই হাজির আছে।

সদানন্দ। হুঁ!!! পিরীতের বাঁধাবাঁধি কিনা! কে বলে "না হ'লে রসিকে বয়োধিকে প্রেম জানে না" কে বলে শারদশশী সে মুখের—

ঐ স্ত্রী। যাও! যাও! তোমার আর ঠাট্ট কর্‌তে হবে না। এখন যদি মহারাজের আর দেশের মঙ্গল চাও, তাহ'লে যেমন ক'রে হোক্ এই যুদ্ধটা বন্ধ কর্‌তেই হবে! যাও তার যোগাড় করগে॥

সদানন্দ। (স্বগতঃ) আমাদের মহারাজার আজকাল যে রকম ঠাণ্ডা মেজাজ দেখছি তাতে ত কাছে ঘেঁস্‌তেই ভয় হয়, পাছে বরফ হ'য়ে একবারে জমে যাই। আমাদের রাজা যদি নেড়েগুলোকে নিয়ে যুদ্ধটা জয়লাভ কর্‌তে পারেন, তাহ'লে ত আমার ইষ্ট বই অনিষ্ট নেই। যুদ্ধে জয়লাভ হ'লে গোল্লার বন্দবস্তটা ত হবেই আবার কিছু সোণাদানাও পাওয়া যাবে। এখন চেষ্টা ক'রে

যুদ্ধের খবরটা রাখতেই হচ্ছে, কারণ যুদ্ধের সঙ্গে আমার গোল্লার নিকট সম্বন্ধ, আর বাম্‌নীর গোট বারানসী কাপড়ের সম্বন্ধটাও জড়িয়ে আছে।

[প্রস্থান।

ঐ স্ত্রী। গীত।

সিন্ধু—দাদ্‌রা।

(অবাক) হয়েছি দেখে দশের কারখানা,
(হায়! হায়! হায়রে!)
স্বজাতি আত্মীয় ছেড়ে
যত সব ভেড়ের ভেড়ে,
বিজাতির কাছে ক'রে কোটনাপণা।
(এদের) দেশ ভক্তি উথলে পড়ে
নিজের স্বার্থ থাক্‌লে পরে,
কার্য্যোদ্ধার হ'য়ে গেলে
"কলা" দেখায় কি জাননা?
(আবার) দেশের তরে যারা খাটে
তারা গণ্ডমূর্খ বিদকুটে—
চতুর্ভুজ হস্তীমুখ আখ্যা পায় কি জাননা?
(এরা) হিন্দু ব'লে গরব করে,
ধর্ম্মের নামে ঠাট্টা করে,
মাথার টিকি গেছে উড়ে
দেখ দেখ মজা খানা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর রাজকক্ষ।

সমরসিংহ নিদ্রিত।

সমরসিংহ। (সহসা শয্যা হইতে উঠিয়া)
কি দেখিনু স্বপ্ন ভয়ঙ্কর !
সঘনে কাঁপিছে হিয়া,
কণ্টকিত সমস্ত শরীর।
যেন কার রাজ্য কে আসি হরিল !
যেন প্রাণাধিক কল্যাণ সনে,
হইনু শায়িত ভীষণ সমরে।
যেন রক্তে বহে নদী,
থরথরি কাঁপে যেন আর্য্যসুতগণ !
কোথা হতে আসি প্রাণেশ্বরী পৃথ্বা,
অনন্তকালের তরে করিল গমন
আমার সহিত।
যেন পৃথ্বা ভ্রাতা, প্রিয়সখা পৃথ্বীরাজ
হইল নিহত অন্যায় সমরে।
আমি মরি ক্ষতি নাহি তায়

ভারত ভূষণ পৃথ্বীরাজ,
আর প্রাণাধিক কল্যাণ পতন
স্বপনে হেরিয়া
স্থির নহে মন।

(কর্ম্মাদেবীর প্রবেশ)

কর্ম্মা। মহারাজ কেন এত চিন্তাকুল ?
শয্যা হতে উঠিয়া সহসা
এরূপ বিকৃতানন কেন নাথ তব ?
মিনতি করিহে প্রভু বলুন
দাসীরে।
প্রিয় ভগ্নী পৃথ্বার বিরহে
যদ্যপি কাতর,
কর অনুমতি এইক্ষণে
অন্বেষিয়া সমস্ত মেদিনী
আনি দিব,
মূর্ত্তিমতী সে লক্ষ্মী রূপিণীরে।

সমরসিংহ। তা নয় তা নয় কর্ম্মা,
পৃথ্বার কারণে এরূপ অস্থির নহে প্রাণ।
অস্থির শুধু এ হৃদি,
ভারত ভূষণ পৃথ্বা ভ্রাতা প্রিয়সখা
পৃথ্বীরাজ, আর বৎস কল্যাণ কারণ।
নিশাযোগে হেরিনু স্বপন
ভারতের বীরবংশ হয়েছে নিধন,

গেছে পৃথ্বীরাজ গেছেরে কল্যাণ।
হেরিলাম পরক্ষণে পুনঃ
যেন কৃষ্ণকায় ভীষণ পুরুষ,
আরোহিয়া ভীষণ মহিষে
ভ্রমিছে ভারতে —
যায় সে যেখানে
ভীষণ শ্মশানসম হয় সেই স্থান,
সেইক্ষণে অসি হস্তে ধাইনু তথায়
জিজ্ঞাসিনু গম্ভীর স্বরেতে—
কে তুমি পুরুষ ?
কেন সংহারিছ সমস্ত ভারত ?
ভয় নাই শরীরে তোমার ?
শুনিয়া বচন মম
মহাভীম স্বরে কাঁপায়ে ভুবন
কহিল তখন,
"মহাকাল আমি"
নাশিব ভারতে যত ক্ষত্র বীরগণে।
আবার কহিল মোরে
বীর বটে তুই ধন্যরে সাহস তোর !
কিন্তু চিরস্থায়ী নহে কিছু এজগতে।
যেরূপ সাহস তব
হেন বোধ হয় হইবিরে তোরা
রাজপুত কুল মাঝে সূর্য্যকান্তমণি,
কলঙ্ক না পরশিবে কভু

তোদের বংশেতে রাজপুত কুল মাঝে ;
একমাত্র তোর বংশাবলী
"অক্ষুণ্ণ রাখিবে ক্ষত্রিয় গৌরব"
এই কথা বলি হল অন্তর্দ্ধান।
কি করিহে কর্ম্মা,
এখনও কাঁপিছে প্রাণ
পৃথ্বীরাজ-মৃত্যু স্বপনে নেহারি।

(কল্যাণসিংহের প্রবেশ)

কল্যাণ। পিতঃ !
বড়ই কাঁদিছে প্রাণ
নিশাযোগে হেরি স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
যেন পিতা সিংহের আসনে শৃগালে
বসিল,
যেন দৃশদ্বতী তীরে সব অবসান।

সমরসিংহ। প্রাণাধিক
কেনরে ব্যাকুল !
মিথ্যারে স্বপন সব।
(কর্ম্মা প্রতি) কর্ম্মা
যাব অদ্য দিল্লি অভিমুখে।
বহুদিন যাই নাই, দেখে আসি
পৃথ্বীরাজে
বড়ই অস্থির প্রাণ।

কন্যা। যাও নাথ—
হওনা ব্যাকুল
বীরেন্দ্র কেশরী হয়ে হয়োনাকো ভীত।

সমর। কল্যাণ!
রাজ্য ভার তব প্রতি
রাজ কার্য্য দেখ সাবধানে।

কল্যাণ। পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য!
কিন্তু পিতঃ হেরিয়াছি
ভীষণ স্বপন গত নিশাকালে;
যেন মহম্মদ করে অন্যায় সমরে
মাতুল মম হয়েছে নিহত।
সত্য যদি হয়গো স্বপন
তাহ'লে
কিরূপে নিশ্চিন্তভাবে কাটাব জীবন?

কর্ম্মা। যাও নাথ লইয়ে কল্যাণে
রাজকার্য্য দিয়া মোর করে।
যাও নাথ,
দেখাও জগতে তব বীরপনা
সঙ্গে লয়ে স্নেহের কল্যাণে।
কল্যাণ! কল্যাণ! স্নেহের পুতলি
আয় আয় বীরসাজে সজ্জিত
করাই তোরে;
বীরেন্দ্র তনয় তুমি মহাবীর
মথিত ত্রাসিত করি এস

শত্রুদল,
আয় আয় কোলে আয় বাপ।

কল্যাণ (অঙ্কে উঠিয়া)
মা! মা!
মাতৃশোক ভুলেছি মা তোমারে
হেরিয়া;
রণসাজে সাজাইয়ে দেমা মোরে

সমর এস কর্ম্মা,
এসরে কল্যাণ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লীর মন্ত্রণা সভা।

পৃথ্বীরাজ, গোবিন্দ ও অভয়রায়।

পৃথ্বীরাজ। (স্বগতঃ)
"চিরদিন সমভাবে যায়না কথন'
ইহা বুঝি বিধির নিয়ম!
একদিন চির শত্রু

পাণ্ডব কৌরবগণ,
একতা সূত্রেতে বদ্ধ হ'য়ে
অতুল প্রতাপে যুঝে ছিল
দেবগণ সনে ;
একদিন এই ভারতের
পাণ্ডুভ্রাতাগণ—
একতা সূত্রেতে বদ্ধ হ'য়ে
শেসেছিল সমস্ত ভারত ;
কিন্তু হায়,
এবে তাঁহাদেরই বংশধরগণ
একতা বিহীন হ'য়ে
চায় পরস্পরে বিনাশিতে।
হিন্দুদের একতা কেমন
বুঝিয়াছি যবন সমরে—
বারবার বিধর্মীর সহ রণে !
হায় হায়,
একতা বিহীন কেন ভারত সন্ততিগণ ?
(প্রকাশ্যে) মন্ত্রিবর !
রাজের ত মঙ্গল সকল ?
অত্যাচার অবিচার
হতেছে কি রাজ্যেতে আমার ?

অভয়। মহারাজ !
তব দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিকম্পিত ধরা,
কার সাধ্য অত্যাচার

করে তব রাজ্যে !
তব নামে উজ্জ্বল ভারত
তব শাসনের গুণে,
প্রজাগণ শতমুখে গাহিতেছে যশ।

গোবিন্দ। মহারাজ !
লোকমুখে জানিনু সংবাদ
কণৌজের রাজমন্ত্রি বীরসিংহ,
বৃদ্ধকালে—
রাজকার্য্য করি পরিত্যাগ
রাজনীতি শিখাবেন দরিদ্র প্রজারে।

পৃথীরাজ। বৃদ্ধকালে রাজনীতি শিক্ষাদান,
সেত কর্ত্তব্যপালন !
আহা মন্ত্রিবর বীরসিংহ
জননীর সুযোগ্য সন্তান।
(কিয়ৎক্ষণান্তর)
একি !
সহসা চারিদিকে কেন হেরি
অমঙ্গল ?
সহসা কাঁপিছে কেনরে বামাঙ্গ ?
কেন অকস্মাৎ কাঁপিছে পরাণ ?
অন্ধকারময় কেন হেরি চারিদিক ?
হের, ঐ শকুনি গৃধিনী আদি
বসিছে প্রাচীরে,
ডাকে শিবা কেন দিবাভাগে ?

(জনৈক গুপ্তচরের প্রবেশ।)

গুপ্তচর। মহারাজ—

গোবিন্দ। মহারাজ বলি কেনরে নির্ব্বাক।
বলিবার যাহা আছে বল নিঃসঙ্কোচে।

গুপ্তচর। মহারাজ—
পুনঃ আসিতেছে মহম্মদ
তব রাজ্য আক্রমণে,
জয়চাঁদে করিয়া সহায়।

পৃথ্বীরাজ। কি বলিলি!
জয়চাঁদে করিয়া সহায়!
ওহোঃ! শতবজ্র চেয়ে
ভয়ঙ্কর বাণী শুনালি আমায়।
বজ্র হলে ধরিতাম হৃদে
কিন্তু কি ভীষণ বাণী!
বিদারিয়া হৃদি—
মর্ম্মস্থলে করিতেছে ঘাত প্রতিঘাত।
অসহ্য অসহ্য বাণী—
না পারি শুনিতে।

গোবিন্দ। গুপ্তচর!
যাও তুমি নিজ কার্য্যে।

[গুপ্তচরের প্রস্থান।

গোবিন্দ। (পৃথ্বীরাজের প্রতি)
মহারাজ!
অরাতি জয়চাঁদ শুনি কেন এত ভীত ?

পৃথ্বীরাজ। তা নয় তা নয় বৎস!
শত জয়চাঁদ হলে বৈরীদল,
পৃথ্বীরাজ নাহি ডরে তায়—
শত জয়চাঁদ চেয়ে ভয়ঙ্কর
যদি কেহ হয়—
তৃণ সম গণি তায়।

গোবিন্দ। তবে কেন প্রভু এতই অস্থির ?

পৃথ্বীরাজ। কেন অস্থির, বুঝিলে না
তুমি সেনাপতি!
যে বংশের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে
নিস্প্রভ খদ্যোতসম যত রাজগণ,
যে বংশের অত্যুচ্চ যশের ধ্বজা
উঠেছেরে গগন ভেদিয়া—
যে বংশের নিরমল যশের সৌরভে
আমোদিত হয়েছে জগত,
আজি—
সেই পবিত্র বংশের শির
ভূমি পরে নত—
কুলাঙ্গার জয়চাঁদ ব্যবহারে।
জয়চাঁদ!
এত ব্যস্ত যদি প্রতিহিংসা নিতে!

তা হলে—
কহিলি না কেন মোরে!
হাসিতে হাসিতে
দিতাম মস্তক—
তোর প্রতিহিংসা স্রোতে।
তাহলে ত নিষ্কলঙ্ক আর্য্যকুল
ডুবিত না কলঙ্ক সাগরে!
হায়!
কভু ভাবি নাই যাহা--
কার্য্যে ত হইল তাহা—
মহাপাপী হতে!

অভয়রায়। মহারাজ ক্ষমা কর মোরে।
রাজর্ষি সমরসিংহে পাঠাও সংবাদ
ত্বরা এ বিপত্তিকালে।

গোবিন্দ। কেন, কিসের বিপত্তি মোদের?
ভুলিলে কি মন্ত্রি!
গতরণে
মুষ্টিমেয় সৈন্য লয়ে সাথে,
অনায়াসে বন্দি করি আনিনু ঘোরীরে

অভয়। কিন্তু আর একা নহে যবন সুলতান;
বীরেন্দ্র রাঠোর সিংহ সহকারী তার।

পৃথ্বীরাজ। কিবা ক্ষতি তায়!
জয় মাল্যে অংশ দিতে,
কে হয় সম্মত?

বিশেষতঃ সখা মম
পত্নীশোকে বড়ই কাতর,
এ সময় অনুচিত তাঁহারে আহ্বান।
সেনাপতি!
অবিলম্বে সীমান্তের সামন্তরাজারে
জানাও আদেশ,
ঘোরী যেন একপদ আগু না বাড়ায়।

গোবিন্দ। গোবিন্দসিংহ নাম মম,
পৃথ্বীরাজ সেনাপতি আমি
প্রভুর চরণ ধূলি লইয়া মস্তকে,
যবনের প্রতিকূলে হব অগ্রসর!
ওহোঃ কি আনন্দ মম!
সম্মুখ সমরে পাব
দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী
ঘৃণিত রাঠোরে।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। মাগো ভারত জননি!
স্থির তুমি জেনো মনে মনে
ক্ষত্রনাম কলঙ্কিত করিব না আমি।
ধ্রুব সত্য সুনিশ্চিত;
ভারতের তরে, স্বাধীনতা তরে,
জন্মভূমি তরে,
উৎসর্গ করিনু আজি
জীবন আমার।

[প্রস্থান।

অভয়। হায় হায়,
হেন মনে হয়
ভারতের স্বাধীনতা শেষ হবে এবে।
মাগো ভারত জননি,
একতা বিহীন কেন তনয় তোমার ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লীর রাজকক্ষ।

পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বীরাজ। ঘটনার বিষম চক্রেতে
নিস্তার নাহিক কারো,
অবিরাম গতি ঘুরিছে কালের চক্র
জীবদশা বদ্ধতায়।
অত্যধিক হয়েছে যামিনী
ক্লান্ত বড় হ'য়েছে শরীর।
(শয়ন)

ঘুমালে নিভে যায় অন্তরের জ্বালা—
পিতৃশোক মাতৃশোক আদি,
ঘুমালে সবই প্রশমিত হয়।

(নিদ্রা)

(কিয়ৎক্ষণান্তর সহসা শয্যা হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া)

(স্বপ্ন) কেরে বামা করালবদনা
প্রেত ভূত সঙ্গে লয়ে,
প্রলয় সংহার মূর্ত্তি ধরিয়া অকালে
নাশিছে নাশিছে ঐ বীরসৈন্যগণে।
উন্মত্ত শোণিত পানে কেও উন্মাদিনী?
(অপরদিক লক্ষ্য করিয়া)
কেও বিরাট পুরুষ!
সঙ্গে লয়ে সহচর
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে দিতেছ অভয়!
চিনেছি চিনেছি তোমায়,
তুমি তুমিই সেই মায়াবী ব্রাহ্মণ
ভক্ষ্য তব ভারত জননী।
কিন্তু হবেনা হবেনা কভু;
ভারত মাতারে দিবনা রাক্ষস করে,
সত্য ভ্রষ্ট হব
সেও ভাল,
যদি জগতে ঘৃণার দৃশ্য হই

যদি হেয়তম হই এ ভারত মাঝে,
তবু শ্রেয়
ভারত মায়েরে দিবনা রাক্ষস করে।
যাক প্রাণ, যাক মোর সব,
তবু, তবু রাক্ষসে না দিব দান।
ওহো বুঝিয়াছি আমি
সত্যপাশে কৌশলেতে করিয়া
আবদ্ধ,
দেখাইছ প্রভাব তোমার।
দেখাও দেখাও তুমি,
অসি করে
আমি হব সম্মুখীন
সামন্ত প্রভাব তব,
কৃপাণ প্রভাবে করিব বিনাশ।
কেও আসে, আসে তার পর
রুদ্ররূপী মহেশ্বর!
কেন দেব ছাড়ি নিজবাস
আসিছ ভীষণ বেশে!
লও যা আছে আমার
দিব সব, দিবনাকো স্বাধীনতা---
দিবনাকো মায়েরে আমার।
(অপর দিক লক্ষ্য করিয়া)
একি মহাবীর সমর, কেও তার পর
কল্যাণ!

কল্যাণ, এসরে হৃদয়ে মোর
হৃদয় নন্দন।
সমর প্রিয়সখে—
বুঝি শেষ দেখা তব সাথে!
কি কারণে সখে তব আগমন?
মম তরে প্রাণ দিতে এসেছ সমরে!
কেও যোগিনী বেশে আসিছে ছুটিয়া
উন্মাদিনী প্রায়—
পৃথ্বা পৃথ্বা ভগ্নী!
পতি সহগামী হবে বলে আসিছ ছুটিয়া
উন্মাদিনী প্রায়!
কেও, কেও করে চিতা আরোহণ!
প্রাণেশ্বরী সংযুক্তা আমার।

(বিকট হাস্য)

(সহসা নিদ্রা ভঙ্গ)
ওহো কি ভীষণ স্বপ্ন!
অবিরত কাঁপিছে অন্তর!
কি ভীষণ অট্ট অট্ট হাসি,
শুনিয়া সে হাসি,
থরথরি কাঁপিছে শরীর মম
(চমকিত হইয়া)
ওকি! ওকি!
বামাকণ্ঠ স্বর!

(নেপথ্যে গীত।)

নিবিল জ্বলন্ত দীপ হায়রে অকালে
স্বাধীনতা ভারতের গেল চিরতরে।
বিমল চন্দ্রমা সৈ ডুবিল ডুবিল ঐ
চৌহান বীরত্ব শেষ হলো ভূমণ্ডলে।

পৃথ্বীরাজ। গভীর রজনী, সুষুপ্তির কোলে
শায়িত সকলে, এমন সময় কেও
কাঁদে একাকিনী!
যাই যাই করি অন্বেষণ,
পৃথ্বীরাজ রাজ্যমধ্যে রমণীর
অশ্রুনীর!

(গমনোদ্যত ও সংযুক্তার প্রবেশ।)

কেও সংযুক্তে!
কেন এত রাত্রে?

সংযুক্তা। হেরিয়া ভীষণ স্বপন
তাই নাথ এসেছি ছুটিয়া,
আর তব অট্ট হাসি শুনি
কাঁদে প্রাণ মোর।

পৃথ্বীরাজ। শুনরে সংযুক্তে, কেও বালা
কাঁদে একাকিনী!
সংযুক্তে,
আমি ও হেরেছি ভীষণ স্বপন
গেছি আমি, গেছ তুমি

গেছে পৃথ্বা,
আর প্রিয় সখাসনে
রণস্থলে কল্যাণ শায়িত।

সংযুক্তা। কিবা ভয় তাতে নাথ!
মরিতে ত হবে একদিন!
অমরত কেহ নয়! বীর তুমি
না হও অস্থির।

পৃথীরাজ। বাখানি সাহস তব।
ঐ শোন কাঁদে পুনঃ বালা
রহ এই স্থানে তুমি,
করি অন্বেষণ।

[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান

সংযুক্তা। একি! স্থির কেন নহে মন!
কেন এবে উচাটিত প্রাণ?
হারাব হারাব বলে
কাঁদিছে পরাণ।
যাই যাই এবে
মহেশেরে পূজিগে আবার,
আশুতোষে করিলে সন্তোষ.
পতি মম রণজয়ী হবেন নিশ্চয়।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

(সিংহাসনোপরি রাজলক্ষ্মী আসীনা ।)

গীত ।—

ইমন্ আড়াঠেকা ।

নিবিল জ্বলন্ত দীপ হায়রে অকালে
স্বাধীনতা ভারতের গেল চিরতরে ।
বিমল চন্দ্রমা সৈ ডুবিল ডুবিল ঐ
চৌহান বীরত্ব শেষ হল ভূমণ্ডলে ।
স্বাধীনতা রবি সৈ অস্তমিত হল ঐ
অধীনতা স্রোতে এবে ভাসিল সকলে ।
ফুরাল ফুরালরে গেলরে চিরতরে
মহাপাপী জয়চাঁদ আহব অনলে ।
হল শেষ স্বাধীনতা কাঁদিছে ভারত মাতা
হায় হায় ভারত বীরত্ব রবি গেল অস্তাচলে

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ ।)

পৃথীরাজ । কে মা তুমি ?
কি কারণে উন্মাদিনী প্রায়
কাঁদ একাকিনী ?

রাজলক্ষ্মী। গীত।—

ইমন্‌--ঢিমে তেতলা।

রাজলক্ষ্মী আমি বাছা কাঁদি তোর তরে।
স্বাধীনতা ভারতের গেল চিরতরে।
বীরত্বের মানী তুই
চিরতরে আমি যাই
কি করি কালের কুটিল গতি টানিছে আমারে।
ওরে ভক্ত পৃথ্বীরাজ, রোদনেতে কিবা কাজ!
সুখ দুঃখ সমভাবে সকলের তরে।

পৃথ্বীরাজ। মা! মা!
কি দোষে ত্যজিবে মোরে
ভাসাইয়া শোক সিন্ধু নীরে!

রাজলক্ষ্মী। গীত।—

যোগিয়া—আড়া।

কোন দোষ নাহি তব বাপধন।
যত দোষী সব অদৃষ্ট লিখন।
নশ্বর জীবন ধন,
অস্থায়ী এ সিংহাসন,
সার শুধু জেনো ধর্ম্মনাম;—
কি অধিক বুঝাব আর,
ধর্ম্মে বাছা রেখো মন।

[সিংহাসনসহ অন্তর্দ্ধান।

পৃথ্বীরাজ। হায় বুঝিনু বুঝিনু সব,
সিংহাসনে বুঝি মোরে হবেনা বসিতে—

সিংহাসন অপবিত্র করিবে যবন
তেঁই মাতঃ সিংহাসন সনে
যাইলে চলিয়া !
যাও, যাও মাগো তুমি,
কিন্তু মাগো জানিও নিশ্চয়
যতক্ষণ ধমনীতে
এক বিন্দু শোণিত বহিবে,
ততক্ষণ, ততক্ষণ মাগো
রক্ষিব গো মায়ের গৌরব।
রক্ষিয়া মায়েরে
রক্ষিব গো স্বাধীনতা !
স্বাধীনতায়—
মা-মা-মা নামে,
গঠিত জীবন
নাহি চাহি সাহায্য কাহার।
রক্ষিব গো বাহু বলে
স্বাধীনতা !
নাহি চাহি সিংহাসন,
নাহি চাহি রাজ্যধন,
চাহি শুধু স্বাধীনতা !
চাহি শুধু শাণিত কৃপাণ !

(গোবিন্দ সিংহের প্রবেশ।)

গোবিন্দ। মহারাজ
কি ভাবিছ একা এ নির্জ্জনে ?

পৃথ্বীরাজ। কি ভাবনা আছে গুরুতর
জন্মভুমি বিনা, স্বাধীনতা বিনা ?

গোবিন্দ। সত্য মহারাজ
জন্মভূমি বিনা স্বাধীনতা বিনা,
অন্য কিছু নাহি পায় স্থান
বীরের হৃদয়ে,
কিন্তু দিবানিশি শুন
কে রমণী কাতর কণ্ঠে
করেগো রোদন
সে রোদনে সেই হাহাকারে
উৎসাহ বিহীন হয় আমার জীবন।

পৃথ্বীরাজ। কিন্তু সেই রমণী ক্রন্দন
উৎসাহ সঞ্চার করে জীবনে আমার।

গোবিন্দ। তবে এস মহারাজ
আশার সাগরে, উৎসাহ তরণীপরি
করি আরোহণ ;
যবনের বংশ চল করিগে নির্ম্মূল,
চল,
ভারত মাতার অশ্রু মুছাই যতনে।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রণস্থল ।

(মহম্মদ ঘোরী ও কুতবউদ্দিন)

মহম্মদ । ধন্য বীরপণা !
বীর বটে কাফের চৌহান !
মম এই অনীকিনী
ভ্রূক্ষেপ না করি
অনায়াসে তিরৌরীর সমরেতে
পরাজিল মোরে ।
কিন্তু তার জ্ঞাতিগণে করিয়া সহায়
এসেছি সমরে আজ ।
কার সাধ্য প্রবেশে ভারতে ?
কেবা পারে জিনিবারে রতন ভারত ?
এই জ্ঞাতি হিংসা, জাতিভেদ
প্রভৃতি কারণে,
সোণার ভারত যাবে ছারেখারে
ভবিষ্যত বাণী এ আমার ।
কার সাধ্য জিনিবারে পারে পৃথীরাজে

ভুবন বিজয়ী অদ্বিতীয় বীরে,
অন্যায় সমর বিনা ?
কি দোষ তাহাতে মোর
কেবা ছাড়ে পাইলে সুযোগ ?
যাই হোক ছাড়িব না
যদি ঘটে এ সুযোগ।

(প্রকাশ্যে) হের হের সেনাপতি
সম্মুখীন অরি,
হও অগ্রসর যুঝ প্রাণপণে।

কুতব। হের জাঁহাপনা!
দেখহ পশ্চাতে চাহি
সাপক্ষ নিশান তুলি,
আসিছেন কণৌজ ঈশ্বর
সহ সৈন্যগণ।

মহম্মদ। চল চল সেনাপতি
হইগে মিলিত।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পৃথ্বীরাজ, গোবিন্দ ও চৌহান সৈন্যগণের প্রবেশ)

গোবিন্দ। হের মহারাজ,
নরাধম জয়চাঁদ সনে
আসিছে যবন।
বজ্র! বজ্র! কোথা তুমি এসময়!

পড় গিয়া ভ্রাতৃদ্রোহী জয়চাঁদ শিরে ;
মাগো ভারত জননি !
এখন ও দিতেছ স্থান এ হেন পিশাচে ;
সযতনে যারে দিয়াছিলে স্থান
এবে সেই নরাধম,
বিদারিয়া বক্ষ তব করিবে শোণিত পান।

গোবিন্দ। শুন মহারাজ !
গর্জ্জিছে যবন, গর্জ্জিছে রাঠোর
শার্দ্দুলের সম।

পৃথ্বীরাজ। সেনাপতি !
তুমিই সহায় মোর এ ঘোর সমরে ;
যুঝ প্রাণপণে, সাহসে নির্ভর করি
উপেক্ষিয়া শত অমঙ্গল।

গোবিন্দ। রাজন্ !
তব আশীর্ব্বাদে রণজয় করিব নিশ্চয় ;
কি বলিলেন মহারাজ, অমঙ্গল !
শত পদাঘাত করি অমঙ্গল শিরে।

পৃথ্বীরাজ। (সৈন্যগণের প্রতি)
সৈন্যগণ, অতি সাবধানে
প্রাণ উপেক্ষিয়ে মাতরে আহবে
ভারতের স্বাধীনতা তরে।
দেখো দেখোরে সকলে,
যবনের পদানত যেন নাহি হয়
ভারত জননী।

(পৃথ্বীরাজসহ সকলের প্রস্থান ও যুদ্ধ করিতে করিতে জয়চাঁদ ও গোবিন্দর প্রবেশ)

জয়চাঁদ। আরে রে গর্ব্বিত !
পতঙ্গের ন্যায় কেন মরিবি অনলে !
চলি যাহ ত্যজি রণস্থল।

গোবিন্দ। কে পতঙ্গ হবেরে পরীক্ষা
কেবা মরে পুড়িয়া অনলে !
ধিক ধিক্ জয়চাঁদ জীবনে তোমার
ভ্রাতা হয়ে,
ভ্রাতার বিপক্ষে কর কৃপাণ ধারণ।

জয়চাঁদ। কেন কর বৃথা বাক্য ব্যয়
অস্ত্রমুখে দেখানা পামর।

গোবিন্দ। জয়চাঁদ !
ভেবেছ কি মনে কভু,
কাহার বিরুদ্ধে করিতেছ
কৃপাণ চালন ?
এখন ও সময় আছে —

জয়চাঁদ। রণস্থল ইহা
বক্তৃতার নহে স্থান।
বিলম্ব কেনরে আর
আয় আয় মিটাই সমর সাধ তোর।

[উভয়ের যুদ্ধ ও জয়চাঁদের পলায়ন

গোবিন্দ। আরেরে রাঠোর!
রণসাধ মিটেছে কি তোর?
ছি ছি, বীর হয়ে
রণাঙ্গণে কর তুমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন।

[প্রস্থান

(মহম্মদ ঘোরী সহ যুদ্ধ করিতে করিতে
পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

মহম্মদ। আরেরে কাফের!
শৃগাল হইয়া কর সিংহ সনে বাদ!
জাননাকি দাবানল সম অরি
নিকটে তোমার?
প্রতিশোধ দিবরে নিশ্চয়;
ভাগ্যবলে কয়বার জিনিয়াছ রণ
তাবলে কি বারবার হইবে বিজয়ী?

পৃথ্বীরাজ। আরেরে ঘৃণিত যবন
বীর নামের অযোগ্যরে তুই!
একবার ক্ষমা ভিক্ষা করি,
প্রাণ ভিক্ষা লয়ে মোর ঠাঁই
দেখাইতে মুখ পুনঃ নাহি হয় লাজ?
ঘৃণা হয় মনে, পুনঃ তোর সনে
অস্ত্র ধরি করিতে সমর।
কিন্তু কি করিব?

কুযশের ভয়ে ধরিতে হইল অসি।
আয়রে ঘৃণিত পামর
মিটাই সমর সাধ তোর।

(উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান, মহম্মদ ঘোরী ও তৎপশ্চাৎ পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বীরাজ। দাঁড়াও, দাঁড়াও ফিরে সাহবউদ্দিন!
ছি! ছি! বীর হয়ে পৃষ্ঠ দেহ রণে!

(গোবিন্দ সিংহের প্রবেশ)

এস সেনাপতি
রণে ভীত হ'য়ে
প্রাণ লয়ে—
পলায় যে জন,
কি পৌরুষ বিনাশি তাহারে?

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

জয়চাঁদ ও মহম্মদ ঘোরীর প্রবেশ।

জয়চাদ। বার বার পরাজয়
চৌহানের করে,
ছার প্রাণ না রাখিব আর।
হলাহলে, কিম্বা জলে
কিম্বারে অনলে ত্যজিব নিশ্চয়।

মহম্মদ। মহারাজ
"আত্মহত্যা মহাপাপ"
সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
চিত্তে ধৈর্য্য করহ স্থাপন
অনায়াসে পরাজয় হইবে চৌহান।

জয়চাঁদ। কি উপায় আছে জাঁহাপনা?

মহম্মদ। অন্যায়, অন্যায় সমর বিনা
না হেরি উপায়।
জয়চাঁদ! বারবার পরাজিত
আমিও হয়েছি;
কিন্তু নিরুৎসাহ হয় নাই
আমার হৃদয়।
ভীষণ অরাতি!

হয় নাই, হবেনাকো কভু
এ হেন অরাতি,
ন্যায় যুদ্ধে কার সাধ্য
করে পরাজয়!
তাই মনে আমি করিয়াছি স্থির
সন্ধির ছলনা করি ভুলায়ে পামরে–
কল্য নিশাশেষে,
অকস্মাৎ আক্রমণ করিব আমরা।

জয়চাঁদ। ধন্য বুদ্ধি তব বন্ধুবর!
যে স্রোতে ঢেলেছি প্রাণ
যাক্ ভেসে
সেই স্রোত মুখে।
চল চল মহম্মদ
বিনাশি চৌহানে,
মিটাই প্রানের জ্বালা
চৌহান শোণিতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সদানন্দর প্রবেশ)

সদানন্দ। বাবা! এই যে কথায় বলে "বামুনের কপাল পাথর চাপা" তা বেশ হাড়ে হাড়ে মালুম পাচ্ছি; তা না হলে এমন দুষমন চেহারা নেড়েগুলোকে সঙ্গে নিয়েও যুদ্ধটার কিছুই কিনারা হচ্ছে না কেন! মনে ভেবে ছিলাম যে দুষমন

গুলোর গায়ের গন্ধেই অনেক সেনা সাবাড় হবে, কিন্তু এ গরীব বামুনের কপাল গুণে সব উল্টো হয়ে গেল। যে রকম ব্যাপার দেখছি, তাতে ত আমাদের জয়ের আশা মোটেই নাই। আমাদের মহারাজ আর তাঁর পেয়ারের ইয়ারটি যখন কেবল প্রাণের ভয়ে লুকোচুরি খেলছেন, তখন আর যুদ্ধ জয় কর্‌বে কে? মহারাজকে বারবার বল্লুম, আগে চৌহানদের সেনাপতি গোবে বেটাকে বেড়া জালে পুরে সাবাড় করুন, তাহলেই সব আপদ চুকে যাবে। মহারাজা আমার কথায় কাণই দিলেন না। মহারাজার আর দোষ দিই কেন! গরীবের কথায় কোন কালে কে কাণ দেয়! যা হোক্ যখন যুদ্ধ জয়ের আশা মোটেই নাই, তখন আস্তে আস্তে নিজের পথ দেখাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। এ সংসারে বুদ্ধিমান কে? যে নিজ স্বার্থের জন্য অনায়াসে বেমালুম অন্যের সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারে, যে কখন ও বা সত্য আর কখনও বা মিথ্যা কথা বলে রাজারাজড়াদের মন রাখতে পারে, যে ভিতরে এক রকম ভাব, আর বাহিরে আর একরকম ভাব দেখইয়ে লোকের বাহাবা আদায় কর্‌তে পারে, যে মায়ের পেটের ভাইকে পর করে দিয়ে, সমস্ত ভারতবাসীকে আপনার ভাই কর্‌তে চেষ্টা করে, এসংসারে তাকেই লোকে বুদ্ধিমান বলে। যাক্ ও সব বাজে কথা

ভেবে আর কাজ নাই, এখন করিই বা কি, আর যাই বা কোথায়? চৌহান বেটার রাজত্বে যদি এ দুঃসময়ে আশ্রয় নিই, তা'হলে গোবে বেটার হাতেই ভবলীলা ফুরাবে! ওঃ! ওঃ! ঠিক বুঝেছি চিতোর রাজ্যে পালিয়ে প্রাণটা বাঁচান যাক্.

সেখানে গেলে বামুন ব'লে আদর পাওয়া যেতে পারে, আর গোল্লার বন্দোবস্তটাও হ'তে পারে। এই যে সশরীরে একেবারে নিজভবনে এসে উপস্থিত হলুম। ওঃ বামনি! বামনি! শীগ গীর দরজাটা খোল্।

(সদানন্দর স্ত্রীর প্রবেশ)

সদানন্দ স্ত্রী। কি গো, তুমি কি একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ নাকি? যুদ্ধের খবর কি!

সদানন্দ। বামনি অনেকটা ঠিক বলেছিস্! ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসি নাই, তবে তোকে জিন দিতে এসেছি বটে!

ঐ স্ত্রী। বলি ব্যাপার খানা কি! তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝ্তে পাচ্ছি না! যুদ্ধের খবর কি?

সদানন্দ। যুদ্ধের আর খবর কি! আমাদের মহারাজ পোন্ কাত, আর তাঁর পেয়ারের ইয়ারটি আধা কাত! এখন ভাল চাওত শীগ্গীর তল্পি তাল্পা বেঁধে নিজের পথ দেখি এস।

ঐ স্ত্রী। বল কি গো, তবে আমাদের দশা কি হ'বে ? এখন যাব কোথায় ?

সদানন্দ। যাবার ত সুবিধা মত স্থান দেখিনা। তবে ভাব্‌বারও আর সময় নাই, চল এখন চিতোর রাজ্যে যাওয়া যাক্‌।

ঐ স্ত্রী। ওগো বল কি গো! চিতোরের রাজা যে চৌহানদের রাজার ভারী বন্ধু ; সেখানে গেলে কি আর নিস্তার আছে।

সদানন্দ। বামনি, চিতোরই এ বিপদের সময় একমাত্র আশ্রয় স্থান দেখ্‌ছি। তবে যে বল্‌লি যে চিতোরের রাজায় আর চৌহানদের রাজায় ভারি বন্ধুত্ব আছে ও একটা কথার কথা বামনি! এ দুনিয়ায় বন্ধুত্ব টন্ধুত্ব নেই, যেখানে দেখ্‌বি মুখে খুব মোলায়েম ভাব, সেইখানেই জান্‌বি যে ভেতরে ভেতরে গরম গরম অমৃতির ন্যায় প্যাঁচ আছে। বামনি আর দেরী করোনা, পুঁটলী পাঁটলা বাঁধ।

ঐ স্ত্রী। তুমি কি বলগো! পৃথিবী শুদ্ধ লোক জানে যে চিতোরের রাজায় আর চৌহানদের রাজায় ভারি ভাব, আর শুধু ভাব নয়—আবার যে বোনাইগো! চিতোর রাজ্যে গিয়ে কাজ নেই, চল অন্য যায়গায় যাওয়া যাক্‌।

সদানন্দ। বামনি! তোর কোন ভয় নাই। কথায় বলে "একা রামে রক্ষে নাই, তায় সুগ্রীব তার সখা"

সেই রকম একা বন্ধুতেই রক্ষে নাই, তার ওপর আবার বোনাই। বামনি! যতক্ষণ মধু ততক্ষণ যেমন ভোমরা ভায়া, তেমনি যতক্ষণ স্বার্থ ততক্ষণ বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা। তার সাক্ষী এই চিতোরের রাজাকেই কেন ছ্যাখ্ না, তিনি বন্ধু ও শালার বিপদের সময় কিরূপ সাহায্য কর্‌ছেন! আর পাছে চৌহানের বোন্‌টা বাড়ীতে থাকলে বাধ্য হয়ে সাহায্য করতে হয়, সেইজন্যেই বোধ হয় সেটাকেও ছলে বলে—এই সময়ে বৃন্দাবনে পাঠ-ইয়ে দিয়ে সব পাপ মিটিয়েছেন। আর বাজে কথার সময় নেই, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর পুঁটলী পাঁটলা বেঁধে লও।

ঐ স্ত্রী। তবে চল চিতোর রাজ্যেই যাওয়া যাক্; আচ্ছা এতদিন আমাদের মহারাজ খাওয়ালেন দাওয়ালেন, আর তাঁর এই বিপদের সময় তাঁর রাজ্যটা ছেড়ে যাওয়া কি ভাল দেখায়?

সদানন্দ। বামনি! আর বাজে কথায় কাজ নেই। যে রকম দিন কাল পড়েছে, তাতে আমরা ত পুটিমাছ, বড় বড় রুই কাত্‌লা, এমন কি জন্মদাতা বাপও বিপ-দের সময় ত্যাগ করেন বল্লে দোষ হয় না। মনি! প্রাণ বড় ধন—সেইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছে "আতুরে নিয়ম নাস্তি" বামনি! আর দেরী ক'রনা—পুঁটলী পাঁটলা যা বেঁধেছ, কতক আমায় দাও আর কতক তুমি নিয়ে এস!

ঐ স্ত্রী। হ্যাগা, বিপদের সময় আশ্রয়দাতা অন্নদাতাকে ত্যাগ কর্‌লে, আমাদের পরকালে নরক যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে না ত?

সদানন্দ। কি বল্লি পরকাল! পরকাল আবার কি? পরকালের বাপ আঁটকুড়ো তাকি তুই জানিস্‌নে? এ ঘোর কলিতে বোকা লোকেই পরকাল বিশ্বাস করে, বোকা লোকেই সরল সত্য কথা বল্‌তে চেষ্টা করে, বোকা লোকেই নিজের স্বার্থ ত্যাগ ক'রে অন্যের উপকার কর্‌তে চেষ্টা করে, বোকা লোকেই সহোদর ভাইএর লক্ষ ক্রটি উপেক্ষা ক'রে তাকে আপনার কর্‌তে চেষ্টা করে। আর সময় নেই শীগ্‌গীর আয়, আর মহারাজার জন্যে তোর মন যদি নিতান্তই কাঁদে, তাহ'লে তুই থাক্‌ আমি চল্লুম! (প্রস্থানোদ্যত)

ঐ স্ত্রী। বল কিগো! এখনি যাব নাকি?

সদানন্দ। হ্যাঁ! হ্যাঁ! এখনি! এখনি! আর সময় নেই— শীগ্‌গীর এসো। দাও কতক পুটলী আমায় দাও, আর কতক তুমি নিয়ে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বন।

পৃথ্বার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত।

কীর্ত্তনাঙ্গ।

দেখা দিয়া, হরি! বাঁকাবংশীধারি!
গেলেহে কোথায়?
পুরাইয়া আশ, পুন করিলে নিরাশ--
ওহে দয়াময়!
সেজেছি যোগিনী, আমিহে পাপিনী —
ব্রহ্ম চিন্তাময়।
তোমারি কারণে, এসেছি কাননে.
পূর্ণ-জ্ঞানময়!
পরংব্রহ্ম পরংজ্ঞান, সত্য সনাতন—
সদানন্দময়!
অনন্ত ঈশ্বর, তুমি একাকার
পূর্ণ গুণময়।
সত্ত্ব, রজঃ, তম, ত্রিগুণধারণ
নিগুর্ণ ব্রহ্ম চিন্তাময়!

পৃথ্বী। একি !

সহসা উদাস উদাস করে মন

কণ্টকিত সমস্ত শরীর।

কাঁদিছে পরাণ !

কাঁপে হিয়া, কাঁপে প্রাণ কেন কার তরে

ও বুঝিয়াছি মায়া পিশাচিনী !

না ! না ! না !

সত্যইত চারিদিকে হেরি অমঙ্গল !

ঐ ডাকে শিবা দক্ষিণ ভাগেতে

করে রব ভীমরবে কাঁপায় ভুবন

শকুনি গৃধিনী পেচকের কর্কশ

চীৎকারে,

বধির হতেছে কর্ণ।

(চমকিত হইয়া)

ওকি ! ভীষণ কণ্ঠে

কে গাহিছে গান !

(নেপথ্যে বিকট হাস্য ও গীত)

সিন্ধু—একতালা।

জয় জয় কালের জয়, কাল বিজয়

জয় জয় সংহার।

জয় জয় কাল, জ্বালহে অনল

ব্যাপি অনন্ত অম্বর।

তুলিয়া ভীষণ স্বর, গাওরে ভারতোপর
জয় মহাকালেশ্বর।
কাঁপাও ভুবন, কাঁপুক আর্য্যগণ
জয় জয় রুদ্রেশ্বর।
ভারত শ্মশান, আর্য্যের পতন
গাও, বল জয় জয় সংহার।

পৃথ্বী। সত্য সত্যই কি ভারত সংহার
গাইল ভীষণ স্বরে,
কাল সহচরগণ!
ভারত শ্মশান! আর্য্যের পতন!
না না না, স্থির নহে মন।

(কালের প্রবেশ ও অন্তর্দ্ধান)

ও কি, ওই যে—
প্রেতাত্মা ভীষণ!
বেড়াইছে এধার ওধার।
কাঁপে প্রাণ হেরিয়া ভীষণ রূপ;
এসনা এসনা আর—
যাও, চলি যাও ভারত হইতে।
একি!
ক্ষত্রিয়ানী হয়ে—
বীর ভগ্নী হয়ে—
বীর মাতা হয়ে—
কেন বা অস্থির হই!

আর্য্যের পতন, না! না! না!
যদি হই সতী—
যদি হরি পদে থাকে মতি,
যদি হরি নামে হয় পাপের সংহার,
তবে এইক্ষণে এই মুহূর্ত্তে—

(সহসা কালপুরুষের প্রবেশ)

কালপুরুষ। সম্বর, সম্বর ক্রোধ
সতী-শিরোমণি!
দিলে মোরে অভিশাপ
পাবে তুমি মনে তাপ।
শুন দেবী,
চিরকাল সমভাবে যায়না কখন।
কি দোষ আমার সতি ?
তব জ্ঞাতির হিংসায়,
জ্ঞাতিরা ডাকিল মোরে
করিতেরে ভারত শ্মশান!
নাহি দোষ তায় মোর।
তব প্রতি হয়েছি সন্তোষ—
দিনু বর,
ক্ষত্রিয় গৌরব রক্ষা,
একমাত্র করিবেক
তব বংশধরগণ।

যাও দেবী রাখ অনুরোধ
যাও একবার দৃশ্বদ্বতী-তীরে।

[অন্তর্দ্ধান।

পৃথ্বা। সত্য যা কহিল কালপুরুষ
"চিরদিন সমভাবে যায়না কখন"
নহে স্থির মন
সদা করে উচাটন প্রাণ—
হারাব হারাব বলে কাঁদিছে পরাণ।
ওহো! কি ভীষণ দৃশ্য
প্রতিক্ষণে হেরিতেছি সম্মুখে আমার।
কহিল যে কালপুরুষ
দৃশ্বদ্বতী তীরে যেতে,
যাই যাই কি হল আমার।

[দ্রুত প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লির রাজকক্ষ।

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।)

পৃথ্বীরাজ। মহম্মদ যবন অধম!
গৃহশত্রু সহ করিয়া মিলন
এসেছিলে বড় আশে
ভারত গ্রাসিতে

ছি! ছি! নাহি ঘৃণা!
বারবার পরাজয়ে
নাহি লাজ!
এখনও এখনও আছ
এ হস্তিনাপুরে, গুপ্তস্থানে
দস্যু সম যবন অধম!
কিন্তু এইবার—
আর না,
আর না করিব ক্ষমা!
নহ ক্ষমা পাত্র আর।
এই বার,
জ্বালিব জগতে ভীষণ অনল
দেখি কার সাধ্য
সিন্ধুস্রোত করে অবরোধ।
(চমকিত হইয়া)
ওকি! লক-লক-লকজিহ্বা
বিদারিয়া বক্ষ মোর
করে রক্তপান!
কে তুমি! ও বুঝেছি
মায়াবী ব্রাহ্মণ!
পশ্চাতে কাহারা!
"জয়চাঁদ" সাহেবউদ্দিন!
এস, এস সবে রাক্ষস সহায়ে
দ্বিগুণ বিক্রমে হও অগ্রসর।

কিন্তু সাবধান
পলাওনা ভীরু শৃগালের মত।

দৈববাণী। অদৃষ্টের ফলাফল না হয় খণ্ডন
ভারতের স্বাধীনতা রবি,
অস্তাচলে করিবে গমন।

পৃথীরাজ। একি দৈববাণী!
অদৃষ্টের ফলাফল না হয় খণ্ডন।
অদৃষ্টের ফলাফল জানি
কে কোথায় রহিয়াছে স্থির
নিশ্চল প্রস্তর বৎ?
কহ দেব
কে কোথায় জননীরে
রাখেগো বিপদ মাঝে?
কে কোথায় জননীরে
অগাধ জলধি জলে
করে বিসর্জ্জন?
করিনু স্বীকার
থাকিবে না হিন্দু স্বাধীনতা।
কিন্তু দেব
আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেনন৷
পালিব?
কেন না বিসর্জ্জিব প্রাণ
ভারত উদ্দেশে?
প্রতিজ্ঞা আমার

যতক্ষণ একবিন্দু শোণিত
বহিবে,
ততক্ষণ, ততক্ষণ দেব
রক্ষিবগো হিন্দু স্বাধীনতা।

দৈববাণী। বৃথা চেষ্টা হ'বে, বৎস!

পৃথ্বীরাজ। হয় হোক—
কিন্তু তা বলিয়া
"জীবনের সাররত্ন স্বাধীনতা"
ম্লেচ্ছ করে দিব উপহার?
জেনো দেব মনে
যদি তোমারও অস্তিত্ব লোপ হয়
জগত সাগর গর্ভে পশে যদি কভু,
প্রতিজ্ঞা আমার
"স্বাধীনতা" কভু করিব না বিসর্জ্জন।

গান গাহিতে গাহিতে অসি, বর্ম্ম ও উষ্ণীষ লইয়া
সংযুক্তার প্রবেশ)

গীত।—

সাহানা মিশ্র—আড়া।

যাও যাও যাও নাথ স্বকাজ সাধনে।
বিলম্বের কি এসময় নহেত সময়
মুছ জননী-অশ্রু বিনাশি যবনে।
যবন নির্ম্মূল হ'লে, আদরিব হৃদে ধরে.

প্রেম-সুধা দিব নিব—ভাসিব প্রেমে।
সোহাগে ভাসিব, আমোদে হাসিব.
কহিব প্রেমের কথা, প্রেমেতে জানাব ব্যথা
ভালবেসে রব নাথ দুজনা দুজনে।

পৃথ্বীরাজ। (স্বগতঃ)
তেজস্বিনী নারী মুখে
তেজস্বী সঙ্গীত!
উপযুক্ত পত্নী মম।

সংযুক্তা। প্রাণেশ্বর!
মন সাধে রণবেশে সাজাব তোমায়
দিবনাকো বাধা তায়!

(সজ্জিত করিয়া দেওন)

পৃথ্বীরাজ। তুমিরে কুসুম মোর—
উপযুক্ত বীরপত্নী তুমি—
এস, এসরে সংযুক্তে করি আলিঙ্গন।

(আলিঙ্গন করণ)

সংযুক্তা। আছে নাথ বাকি—
অসিকোষ দিই করিয়া সজ্জিত।

(অসি সজ্জিত করিয়া দেওন)

যাও নাথ
রণজয় ক'রে এস ফিরে
ক'রে এস অরাতি সংহার।
কিন্তু নাথ রেখো মনে মনে
অভাগীর কথা

শত দোষী পিতা—
ক্ষত্রকুল গ্লানি তিনি ;
কিন্তু হে ধরণী পতি পিতা তিনি মোর।

পৃথ্বীরাজ। প্রাণেশ্বরি !
তব কথা অন্তরের স্তরে স্তরে—
রহিলরে গাঁথা। (দূরে ভেরী শব্দ)
ওকি !
সহসা বাজিছে কেন দূরে রণ ভেরী ?
আহবের নহেত সময় !
বুঝেছি, বিশ্বাসঘাতক দুরাত্মা যবন।
অতর্কিতে করিয়াছে আক্রমণ !
আজিরে যবন
"মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পতন"।
সংযুক্তে— প্রাণেশ্বরী
বিদায় বিদায় এবে। [বেগে প্রস্থান ;

সংযুক্তা। যাও নাথ
রণবেশে রণভূমে করগে শয়ন
কাঁদিবে না পত্নী তব ;
হাসিতে হাসিতে
জ্বলন্ত চিতায় দিবে ঝাঁপ।

(প্রস্থানোদ্যত ও জনৈক সৈনিকের বেগে প্রবেশ)

সৈনিক। মহারাণি ! কোথা মহারাণা ?
সর্ব্বনাশ হয়েছে সাধন

আক্রমিল সহসা যবন
তব সৈন্যগণে :
ছত্র ভঙ্গ এবে রাজপুতগণ ।

সংযুক্তা । (সক্রোধে)
কি বলিলি
ছত্র ভঙ্গ রাজপুতগণ !
ভঙ্গ দিল রণে ?
হায় ! ধিক ধিক রাজপুতকুলে ।

সৈনিক । মহারাণি !
দোষী নহে সৈন্যগণ
দৃশদ্বতী তীরে,
প্রাতকৃত্যাদিতে নিবিষ্ট তাহারা
এমন সময় আক্রমিল সহসা যবন ।

সংযুক্তা । যাও শীঘ্র অশ্বপৃষ্ঠে
সেনাপতি পাশে.
বল তাঁরে, আর যত সেনানীরে,
মহারাণা পশেছেন যবন সমরে ।

(সৈনিকের প্রস্থান ও অকস্মাৎ রণবেশে অসিহস্তে সখীগণের প্রবেশ)

গীত ।—হাম্বির—দাদ্‌রা ।

এই নাও এই নাও সখি এনেছি কৃপাণ
চল চল চল সংহারি যবন প্রাণ ।
ধিক ধিক পুরুষ জাতি, কাপুরুষ সবে সুখেতে মাতি,
কাটায় জীবন ।

চল চল চল, করিগে নির্ম্মূল
যতেক যবন ।
বল মুখে হর হর, যবন সংহার কর
বসে থাকরে পুরুষগণ ।
আয় সখি আয়, বিলম্ব না সয়
পিপাসিত শাণিত কৃপাণ ॥

সংযুক্তা । ক্ষান্ত হও সখীগণ
কেন কিসের কারণ
পলাইবে ক্ষত্রবীরগণ ?

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

রণস্থলের অপর পার্শ্ব ।—দৃশদ্বতী তীর ।

(গোবিন্দসিংহের সহিত চৌহান সৈন্যগণের প্রবেশ

গোবিন্দ । চারিদিকে, চারিদিকে
কেবলি যবন,
চারিদিকে, চারিদিকে
নেহারি যবন
অকূল সাগর সম ;
কোথা মহারাণা
হিন্দুকুল গৌরব ভাস্কর ?

চাহি যেইদিকে, সেইদিকে
পুঞ্জ পুঞ্জ পালে পালে
কেবলি যবন !
তবে কি তিনি কাঁদায়ে মোদের
পাপধরা ত্যজি
গেছেন পবিত্র ধামে ?
না না না,
অসম্ভব ! অসম্ভব !
হের হের সৈন্যগণ
ঐ ঐ মহারাণা,
ঐ যে যবন কুল হইল নির্মূল
হের, ঘিরিল চৌদিকে পুনঃ
পুনঃ হইল পতন ।
শীঘ্র শীঘ্র সৈন্যগণ
বেষ্টিত হয়েছে রাণা যবন মাঝারে ।

(চৌহান সৈন্যগণের সহিত গোবিন্দ সিংহের প্রস্থান ও অপরদিক দিয়া রক্তাক্ত কলেবরে পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বীরাজ । এত সন্ধানে, এত চেষ্টা
সকলই বিফল !
চারিদিকে হেরি
কিন্তু মহম্মদে না পাই দেখিতে ,
চারিদিকে অসিমুখে

কেবলই যবন !
দাও প্রাণ দাও বলি
জননী চরণে,
ওহো কি আনন্দ আজ,
পৃথ্বীর জীবনে আজ বিমল আনন্দ ;
ওকি ! ওই যে ঘৃণিত যবন
যুঝিতেছে সেনাপতি সনে ;
যাই যাই সাহায্য কারণ ।

(পৃথ্বীরাজের বেগে প্রস্থান ও মহম্মদঘোরীসহ যুদ্ধ করিতে করিতে গোবিন্দ সিংহের প্রবেশ)

মহম্মদ । আরেরে কাফের !
যদি পেয়ে থাক ভয়,
পলাও সম্মুখ হতে
করিলাম ক্ষমা ;
ভয়ার্ত্তকে না করি প্রহার ।

গোবিন্দ । সিন্ধুস্রোত যাহ রোধিবারে
আরে আরে ম্লেচ্ছাধম !
শোনরে যবন !
প্রতিহিংসা নিবাবরে
শোণিতে তোমার,
প্রতিহিংসা যাগে, দিবরে আহুতি
তোমার মস্তক ।

মহম্মদ। কাজ কিরে বৃথা বাক্যব্যয়ে!
অস্ত্রমুখে কর বাক্যব্যয়।

গোবিন্দ। কি দুরাত্মন্!
করিয়া অন্যায় রণ, কর আস্ফালন!
দেহ রণ যবন অধম।

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ ও গোবিন্দ সিংহের পতন, মহম্মদঘোরীর প্রস্থান ও কতিপয় সৈন্যের সহিত বেগে পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বীরাজ। না পালাও বীরগণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম কররে পালন।
যবন কি ধরে শুধু অসি খরশান;
নহে তারা অভেদ্য শরীর
সবে মিলি গর্ব্বিত যবনগণে
কররে নিধন।
(গোবিন্দের দিকে লক্ষ্য করিয়া)
একি!
অমল ধবল গিরিচূড়া
ভূমিতে লুণ্ঠিত!
পৃথ্বীর দক্ষিণ বাহু আজ
লুটায় ভূমিতে!
গোবিন্দ!
পৃথ্বীর আনন্দ জীবনে
এক বিন্দু অশ্রু কভু

পড়েনি ভূমিতে;
কিন্তু আজ আনন্দ জীবনে
বহিতেছে আনন্দাশ্রু তোমার মরণে।

গোবিন্দ। (ক্ষীণস্বরে)
মহারাজ!
আজি আনন্দের দিনে
আনন্দ শয্যায়,
বড় ক্ষোভ রহিল মনেতে
পড়িলাম অন্যায় সমরে।
ম—হা—রা—জ—বি—দা—য়। (মৃত্যু।

পৃথ্বীরাজ। যাও বীরবর
আনন্দে, আনন্দধামে,
আর ঢাল ঘৃত যত পার
প্রতিহিংসানলে।
(সৈন্যগণের প্রতি)
সৈন্যগণ! দৃশদ্বতী-তীরে
যথাবিধি কর সবে দেহের সৎকার।

[গোবিন্দর দেহ লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান

পৃথ্বীরাজ। এইবার চলরে পৃথ্বী এইবার,
এইবার উপযুক্ত বার।
এইবার সমরে মাতিব
শোণিতে ভাসিব,
শোণিতে খেলিব সমর খেলা!

এইবার উপযুক্ত বার।
হও হস্ত বিশ্বাসী আমার,
ধরি দৃঢ়রূপে শাণিত কৃপাণ
মাতৃকার্য্যে হওরে তৎপর।
পদদ্বয় হও অগ্রসর দলিতে যবনে
মদমত্ত মাতঙ্গের প্রায়
এইবার উপযুক্ত বার।
যদিও দৈব বিপক্ষ আমার
তবু, তবুরে রক্ষিব, তবুরে নাশিব
মুছিব জননী অশ্রু বিনাশি যবনে।

(পৃথ্বীরাজের বেগে প্রস্থান ও মহম্মদঘোরী সহ যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃপ্রবেশ)

মহম্মদ। মহারাজ!
বড় প্রীতি হেরি তব রণ,
কাজ নাই যুদ্ধে আর
এস সন্ধিসূত্রে হইগে আবদ্ধ।

পৃথ্বীরাজ। কি সন্ধি! সন্ধি!
স্বাধীনতা অপহারী দস্যুর সহিত সন্ধি!
ভ্রান্ত তুমি মহম্মদ!
যে বংশের বীরত্ব পতাকা
উড়িতেছে চারিদিকে
পত পত রবে,
জন্ম লভি সে পবিত্রকুলে

করিব কি সন্ধি তোর সনে ?
জন্মভূমি জননী আমার
কাঁদিতেছে ম্লেচ্ছ পদভরে,
তনয় হইয়ে তাঁর
সে ম্লেচ্ছের সহ
কিরূপে করিব সন্ধি ?
দাসত্বের নামান্তর নহে কিরে ইহা ?
আয় আয়
অস্ত্রমুখে করি সন্ধি।

(উভয়ের যুদ্ধ এবং মহম্মদঘোরীর পলায়নোদ্যোগ)

ছি ছি কোথা যাও যবন সুলতান।

(মহম্মদকে ধৃত করণ)

পৃথ্বীরাজ। আরেরে যবন !
আত্মগ্লানি হয়না তোমার ?
যার কাছে বার বার হয়ে পরাজিত;
গত রণে প্রাণভিক্ষা মাগিয়া লয়েছ,
এবে—
তার সনে কর পুনঃ অন্যায় সমর !
আয়ুঃশেষ আজ তোর—

(বধার্থে অসি উত্তোলন, হঠাৎ হর হর মহাদেব শব্দে রাঠোর সৈন্যগণসহ জয়চাঁদের প্রবেশ ও যুদ্ধ, পৃথ্বীরাজের পতন)

জয়চাঁদ। সর্ব্বনাশ জাঁহাপনা !
দেখহ সম্মুখে চাহি
উলঙ্গ কৃপাণ ধরি,
আসিতেছে চিতোরের রাণা।

মহম্মদ। চল চল মহারাজ
একযোগে করি আক্রমণ।

[সকলের প্রস্থান

পৃথ্বীরাজ। ওহোঃ !
অন্যায় রণ করিলি যবন !
বড় ক্ষোভ রহিল মনেতে
পড়িলাম অন্যায় সমরে,
দেশদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী
জয়চাঁদ হ'তে।
(কিয়ৎক্ষণান্তর)
হায় ! হায় !
মন আশা হলোনা সফল !
মৃত্যুকালে একবার
না পাইনু হেরিবারে
জননী স্বরূপিণি—
মম ভগিনী পৃথ্বারে,
আর প্রিয়তম সমরে, কল্যাণে।

(কল্যাণসিংহের দ্রুত প্রবেশ)

কল্যাণ। একি মাতুল ! মাতুল !
কে নিষ্ঠুর হেন দশা করিল তোমার !

ভারত গগন হ'তে.
খসিয়া পড়িল দিবাকর ;
ভাঙ্গিয়া পড়িল হায় !
ভারতের হিমাদ্রি শিখর।
না না সহিতে না পারি,
হৃদয় বিদীর্ণকারী এদশা তোমার।
যবনের গর্ব্ব খর্ব্ব
করিবরে আজ।

পৃথ্বীরাজ। কেও, স্নেহের কল্যাণ মম।
এসরে হৃদয়ে মোর
হৃদয়ের ধন। (আলিঙ্গন করণ)
কোথা তব পিতা বৎস ?
প্রাণাধিক--
ক্ষোভ কি কারণে আর !
বীরের ন্যায় পড়িলাম সমরেতে।
কিন্তু বাপ
বড় ক্ষোভ রহিল হৃদয়ে,
পড়িলাম অন্যায় সমরে।

কল্যাণ। মাতুল !
এই যে আসিছেন পিতা।

(সমরসিংহের বেগে প্রবেশ)

সমরসিংহ। কই কই প্রিয়সখে পৃথ্বীরাজ মোর।
একিরে ! পড়ি রণে যন্ত্রণায়
করে ছটফট।

অহোঃ !
দ্বিধা হও মা ভারত জননি
প্রবেশি তোমাতে আমি।
তবে
সত্যই কি হইল স্বপন !
সত্যই কি হল তবে কালের দহন।
না—না—না, মিথ্যা —
সম্পূর্ণ মিথ্যা।

পৃথ্বীরাজ। এসেছ অভিন্ন হৃদয় !
বহুদিন পরে শেষ দেখাদেখি।
সমর কেন ভাই কাতর ?
কর স্থির মন
শুন একমনে
চিরদিন সমভাবে যায়না কখন।
বীরের ন্যায় স্বাধীনতা সনে
পড়িলাম যবন সমরে।
কল্যাণ,
বড় পিপাসা. একটু জল।

(কল্যাণের জল প্রদান

সমর। ওহো প্রিয়সখে,
ভারতের স্বাধীনতা বুঝি হল অবসান।

পৃথীরাজ। সখে !
হেন বাণী সাজে কি তোমায় ?
এখনও জীবিত তুমি

এখনও লম্বিত তব শাণিত কৃপাণ
কেন কেন তবে,
ভারতের স্বাধীনতা হবে অবসান ?

সমর । সখে !
কি করিব আমি একা ?
কে ধরিবে অসি
কে চালিবে অসি ?
পঞ্চশত সৈন্য মাত্র লয়ে
আসিয়াছি ভেটিবারে তোমা ;
বহুকষ্টে প্রাণ তুচ্ছ করি
যবন বাহিনী ভেদী
পাইয়াছি দর্শন তোমার ;
পঙ্গপাল সম অসংখ্য অরাতি দল
অসম্ভব সমরে বিজয় ।
হায় ! হায় !
কেন সখে না দিলে সংবাদ
মোরে উপযুক্ত কালে ?
সত্যবটে প্রিয়ার বিরহে
কিছুদিন হয়েছিনু অতীব কাতর
বীতস্পৃহ হয়েছিল সংসারে আমার ;
কিন্তু ক্ষত্র হয়ে, বীর হয়ে
কে কবে বিমুখ বল
সম্মুখ সমরে ?

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। মহারাজ!
নিরুৎসাহী সৈন্যগণ
রহিয়াছে সবে তব মুখ চেয়ে।

সমর। হিন্দুর সন্তান ভাই কে আছ কোথায়।
ছুটে এসে,
এ দুর্দ্দিনে রক্ষা কর ভারতের মান।

[সমর, কল্যাণ ও সৈনিকের প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। কাঁদে বড় মন
জ্বলে হৃদি দাবানল সম
শুধু ভারত কারণ।
হায়! কি দুর্দ্দশা হইবেরে
এ ভারতের!
মা, মা আমার
পুত্র যাচিছে বিদায়
হা পাষাণি!
কি দোষে ছিনু দোষী চরণে তোমার!
মা!
দেখ চেয়ে
স্থির নেত্রে নিশ্চল ভাবেতে
যায়, যায় তোর পুত্র
কেমনে —কেমনে—
দেখগো মা চেয়ে।

যদিও পাষাণী তুই মা আমার
তবু জানি আমি কোমল আধার তুই।
দেখ মা চেয়ে,
কেমন আমোদে-আমোদে—
হাসিয়া-হাসিয়া—
মা নাম, স্বাধীনতা নাম
আনন্দ হৃদয়ে লিখে সযতনে
চলিনু আনন্দধামে।

(মহম্মদঘোরী ও যবন সৈন্যগণের সহিত কল্যাণ সিংহের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।)

কল্যাণ। আরেরে যবন!
অন্যায় রণে মাতুলেরে করি পরাজয়,
প্রশ্রয় পেয়েছ বুঝি!
দেহ রণ পুনঃ ঘৃণিত পামর।

[যুদ্ধ ও কল্যাণের পতন

কল্যাণ তোর নাহি হেন রণ কভু।
দেববলে এত ব-লী। (মৃত্যু)

(বেগে সমরসিংহের প্রবেশ।)

ধিক্ ধিক্ সৈন্যগণ!
ক্ষত্র হয়ে হিন্দু হয়ে,
প্রাণ ভয়ে সবে কর পলায়ন।
বাঞ্ছনীয় এত কি জীবন?

ওহোঃ দোষী নহে সৈন্যগণ
দোষী সব অদৃষ্ট লিখন।
একি! কে শুয়ে ওখানে?
কল্যাণ! প্রাণের রতন!
যাও পুত্র ধন্য বীর তুমি।
আরেরে যবন,
কি দেখহ আর!
জীবন সংশয় আজি
নাহিক নিস্তার;
দেহ রণ ঘৃণিত পিশাচ।

(মহম্মদঘোরী ও যবন সৈন্যগণসহ যুদ্ধ করিতে করিতে সমরসিংহের প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ; সমরসিংহের পতন এবং মহম্মদঘোরী সহ যবন সৈন্যগণের প্রস্থান)

সমর। সখে—
চলিলাম হায়!
আয়ুসূর্য্য হল অস্তমিত।
দেহ শেষ আলিঙ্গন। (আলিঙ্গন করণ)

পৃথ্বীরাজ। মাগো ভারত জননী—
দাও মাগো অন্তিমে বিদায়।
মা, মা আমার—
বড় সাধের বড় আশের
মা বলা ফুরালগো মোর।
পার্থিব জননী শোকে

হইনি কাতর কাঁদেনি অন্তর !
তখন ভেবেছিনু মনে
যাক এক মাতা
আছে মোর ভারত মাতা !
কিন্তু হা অদৃষ্ট !
সে মাতা যবন করে আজিরে পতিত।
প্রকৃতই মাতৃহীন আমি আজ !
জন্মভূমি ভারত-জননী হীন আমি।
মা গো—
বড় জ্বালা জ্বলে হৃদে
এজ্বালা বুঝাবার নয়
এজ্বালার নাহি শান্তি !
মিশিলে কালেতে এ নশ্বর কায়
তবু মাগো প্রেতাত্মা আমার
জ্বলিবেগো দিবানিশি ভীষণ জ্বালায়।

দৈববাণী। বৎস !
বুঝিয়াছি মনব্যথা তব।
পাবে তাপ হিন্দুগণ
যবনের করে।
কিন্তু বৎস !
কিছুদিন সে দর্প যবনের।
যবনের দর্প খর্ব্বিবারে
জন্মিবে পাশ্চত্য প্রধান জাতি
ইংরাজ নামে পরিচিত

হবে এরা পরে,
উড়াবে ইহারা লোহিত পতাকা
ভারত মঙ্গল তরে ;
ভেদাভেদ না করিবে কভু
কহিবেক এক মোরা এজগতে
সপত্নী সন্তান বলি
হিংসিবে না যবনের মত।
ভারত গৌরব রবি
উদিবে উদিবে পুনঃ
এ ভারত ভূমে,
ইংরাজ রাজত্ব বলে।

(যোগিনীবেশী পৃথ্বার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত।—

সাহানা—ঢিমে তেতালা।

কালের কবলে মম সুখতরী গেলরে ভাসিয়া
হায় জীবন সাগরে, আমোদ হিল্লোলে যেতাম বাহিয়া।
ডুবাইল সুখতরী, মহম্মদ মহা-অরি
রহিলাম শুধু আমি মরমে মরিয়া।
হায় হায় জয়চাঁদ, ঢালিলে গরল
আর এ অমৃতে দিলেহে ঢালিয়া।
ভারত গগন হতে খসিল চাঁদ তোমা হতে
ঐ যায় যায় তরী মোর ডুবিয়া ডুবিয়া॥

পৃথ্বীরাজ। এসেছ ভগিনী পৃথ্বা!
এতক্ষণ ছিল প্রাণ তোমার কারণ।
দিদি আশীষ করগো মোরে।
সমর প্রিয়সখে—
বি-দা-য়-অ-ন-ন্তে র-ত-রে।
মা—মা—ভা--র—ত—জ—ন— নী।
(মৃত্যু)

পৃথ্বা। যাওরে ভাই—
নহে কাতরা ভগিণী তায়।
স্বাধীনতা সনে—
"বীরের ন্যায় পড়িলে সমরে"
প্রাণেশ্বর!
এই যে এসেছে দাসী।

সমর। পৃথ্বা পৃথা প্রাণেশ্বরী!
দাও প্রেম জীবনের শেষদিনে।

পৃথ্বা। নাথ—
চল যাই তব সনে--
অমর রাজ্যেতে।

সমর। একি করিলে পৃথ্বা!
অকস্মাৎ অনন্তের তরে মুদিলে নয়ন।

পৃথ্বা। নাথ—
পুত্রশোকে, ভ্রাতৃশোকে, তবশোকে
কাতরা হৃদয়।
তেঁই নাথ তব আশীর্ব্বাদে

মোর সতীত্বের বলে
চলিলাম তব সনে নাথ।
আরে আরে জয়চাঁদ
শোন্ বাক্য মোর--
যেমন অন্যায় রণে
ভারতের স্বাধানতা করিলিরে শেষ
তার প্রতিশোধ কর্‌রে গ্রহণ।
যে যবন সহায়ে—
ভারতের স্বাধীনতা যবনিকা
অকালে ভারতে করালি পতন
সেই সেই যবনের করে
তুই হইবি নিধন।
আরে আরেরে দুর্ব্বৃত্ত!
যদি হই সতী—
যদি হরি পদে থাকে মতি—
যদি হরিনামে হয় পাপের সংহার—
তাহলে মোর এবাক্য হইবে সফল।
নাথ--প্রা—ণে--শ্ব—র।

সমর। প্রা—ণে—শ্ব—রী।

(উভয়ের মৃত্যু)

ষষ্ঠ দৃশ্য

চিতা প্রজ্বলিত।

বিষণ্ণ মনে সংযুক্তার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

বেহাগ—একতালা।

(আস্থায়ী)

জ্বল জ্বল চিতা হুতাশন!
গগন ভেদিয়া
অনন্ত ব্যাপিয়া,
ঢাল ঢাল চিতা বিমল কিরণ।

(অন্তরা)

দেখ দেখ পিতা!
দেখরে যবন!
দেখ দেখ সবে—
দেখ ত্রিভুবন,
বড় হৃদি জ্বালা—
বালিকা বিহ্বলা—
ওই চিতা মাঝে জুড়াব জীবন।